রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি–প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং–এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা–১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ১৫ কার্তিক – ২১ কার্তিক, ১৪২৬ ঃ ২ নভেম্বর – ৮ নভেম্বর, ২০১৯

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 3, 2 November - 8 November, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: উৎসব মিটতেই নির্বাচন কমিশন আগামী ২৫

নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের তিনটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন ঘোষণা করল উত্তরবঙ্গের কালিয়াগঞ্জ জেতার ব্যাপারে অনেকটাই এগিয়ে বিজেপি। তবে দক্ষিণবঙ্গের নদিয়া জেলার করিমপুর ও মেদিনীপুরে খড়গপুর কেন্দ্রে অ্যাডভান্টেজ তৃণমূল বলে ধারণা বিশেষজ্ঞদের।

রবিবার: অর্ধেক মুখ্যমন্ত্রীত্বের লিখিত প্রতিশ্রুতি পেলে তবেই

বিজেপির সঙ্গে মহারাষ্ট্রে সরকার গড়বে শিবসেনা। তাদের এই অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়ে ৫৬ আসন জেতা দলটি প্রবল চাপে ফেলে দিয়েছে ১০৫ আসন জেতা বিজেপিকে।

সোমবার: মহারাষ্ট্রে টানাপোড়েন চললেও হরিয়ানায়

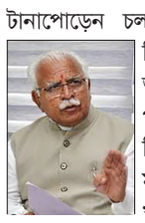

দ্বিতীয় বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন বিজেপির মনোহরলাল খট্টর। উপমুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন জেজেপি–র নেতা দুষ্মন্ত চৌতালা।

মঙ্গলবার: ভাইফোঁটা বা ভাইয়াদুঁজে দিল্লিবাসী মহিলাদের

১৩ হাজার মার্শালের নিরাপত্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। উল্লেখ্য, গত বেশ কয়েক বছরে দিল্লিতে নিরাপত্তা নিয়ে বিস্তর সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে মহিলাদের।

বুধবার: কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার শিকার এবার এ রাজ্যের

৫ বাঙালি শ্রমিক। যাদের মৃত্যুতে নিশ্চিতভাবে কাশ্মীর পর্যবেক্ষণে আসা ইউরোপিয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সামনে চাপে পড়ে গেল সরকার। এ নিয়ে বিরোধীদের সঙ্গে কাজিয়াও বেধেছে জোরকদমে।

বৃহস্পতিবার: আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যের মর্যাদা হারাল জম্মু–কাশ্মীর। এখন থেকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল

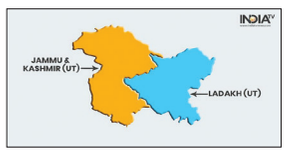

হিসেবে পৃথক স্বীকৃতি পাবে জম্মু–কাশ্মীর ও লাদাখ। প্রসঙ্গত, দ্বিতীয়বার এনডিএ সরকার গড়ে ওঠার কিছুদিনের মধ্যেই কাশ্মীরের জন্য বিশেষ ৩৭০ ধারা রদ করেছে কেন্দ্র।

শুক্রবার: ভর্তুকিহীন গ্যাসের দাম আরও মহার্ঘ হল। কলকাতা

শহরে ১৪.২ কেজির ভর্তুকিহীন গ্যাসের দাম এক ধাক্কায় বাড়ল ৭৬ টাকা। উল্লেখ্য, বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হয় ভর্তুকিহীন গ্যাস।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

মনস্তাত্ত্বিক চাপ রাজ্যপালের

সামনে তিন উপ নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যে যে রাজনৈতিক লড়াই শুরু হয়েছে তা আজও অব্যাহত। এখনও রাজনৈতিক সংঘর্ষে প্রাণ হারাচ্ছে মানুষ। গত লোকসভা নির্বাচনের ঘোষণা থেকে ফলপ্রকাশ পর্যন্ত বলি হয়েছেন ১৪ জন। মাঝখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে লোকসভা নির্বাচন। ২০১১ সালে রাজ্যের রাজনীতিতে বাম কংগ্রেস যে শূন্যতা সৃষ্টি করেছে বিজেপি তার কিছুটা পূরণ করলেও এখনও বেশ কিছুটা শূন্যতা রয়ে গিয়েছে। আর তার দখল নিতে বিজেপি–তৃণমূল লড়াই চলছে। বিপর্যস্ত হচ্ছে জনজীবন, উন্নয়ন। ফের নির্বাচনের দামামা বাজতে চলেছে রাজ্যে। আগামী ২৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে তিন বিধানসভার উপনির্বাচন। করিমপুর, খড়্গপুর (সদর) ও কালিয়াগঞ্জ। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক প্রস্তুতি।

এই প্রস্তুতিকে সামনে রেখে সচেতন ভাবেই আলোকপাত করেছেন পশ্চিমবঙ্গের নবাগত রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। নির্বাচনকে ঘিরে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা

পরিস্থিতিতে যে কালো দাগ ইতিমধ্যেই লেগেছে বাংলার শরীরে তা মুছতে চান রাজ্যপাল। শ্রী ধনখড় ইতিমধ্যেই তাঁর মিঠেকড়া সিদ্ধান্তের পরিচয় দিয়েছেন। একদিকে যেমন সৌজন্য দেখাতে দ্বিধা করেন নি তেমনই প্রয়োজনে কড়া সিদ্ধান্ত নিতেও কসুর করেননি। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই তিনি রাজ্য সরকারকে কার্যত নির্বাচনী আইনশৃঙ্খলা নিয়ে তাঁর মনোভাব বুঝিয়ে দিয়েছেন। রাজ্যের ছবি পরিষ্কার করার টার্গেট দিয়েছেন সরকারকে। রাজনীতিকরা যাই বলুন না কেন সাধারণ মানুষের দাবি পরীক্ষার আগে যেভাবে অভিভাবকরা সতর্ক করেন ঠিক সেই ভাবেই রাজ্যপাল আগাম 'গাইড' করেছেন তাঁর সরকারকে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন নির্বাচনের আগে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কব্জায় রাখতে রাজ্য সরকারকে মনোস্তাত্ত্বিক চাপ দিতে শুরু করেছেন রাজ্যপাল। তিনি রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। ফলে গণতন্ত্র রক্ষার দায়িত্ব তাঁর উপর পরোক্ষভাবে বর্তায়। এখন রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রমাণ দিতে হবে রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করতে তাদের ভূমিকা কতটা।

ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে পথে সৈনিক সংঘ

কিংশুক দত্ত ● কোচবিহার

কর্মী ছাটাইয়ের প্রতিবাদে এবার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পথে নামল প্রাক্তন সৈনিক সংঘ। দীর্ঘদিন থেকেই বিএসএনএল দপ্তরে অবস্থান বিক্ষোভ করছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, চুক্তি অনুযায়ী ৬০ বছর পর্যন্ত তাঁরা কাজে বহাল থাকবেন। কিন্তু সম্প্রতি তাঁদের ছাটাইয়ের কথা জানিয়ে দেওয়া হয় কর্তৃপক্ষ থেকে। শুক্রবার থেকে তাঁদের ছাটাইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। আর এর প্রতিবাদে এদিন কোচবিহারের সাগরদিঘি সংলগ্ন বিএসএনএল দপ্তরের সামনে গত ৯ দিন থেকে অবস্থান করছেন ওই নিরাপত্তা কর্মীরা। এরপরেও এই ব্যবস্থার কোনও সর্দথক ভূমিকা না মেলায় এদিন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আন্দোলনে নামেন তাঁরা।

তাঁদের দাবি, চুক্তি অনুযায়ী ৬০ বছর পর্যন্ত তাঁরা কাজে বহাল থাকবেন। কিন্তু সম্প্রতি তাঁদের ছাটাইয়ের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়। শুক্রবার থেকে তাঁদের ছাটাইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। এমন অবস্থায় প্রায় দিসেহারা অবস্থার মধ্যে রয়েছেন নিরাপত্তা কর্মীরা। সংগঠনের তরফে তপন চৌধুরি বলেন, গত ৭ মাস থেকে বেতন দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের চুক্তি অনুযায়ী ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত কাজ করার কথা ছিল, কিন্তু আমাদের হঠা করেই ছাটাইয়ের নির্দেশিকা জারি করে

কাজ থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়।' এর পাশাপাশি এদিন মাথাভাঙ্গায় বকেয়া বেতন না মেলার দাবিতে বিএসএনএল দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ বসেন কর্মীরা। কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদ ও বকেয়া বেতনের দাবিতে অবস্থান বিএসএনএল কর্মীদের। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কাজ করার পরও মেলেনি বকেয়া বেতন। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন আবস্থান বিক্ষোভে বসেন কর্মীরা। এদিন আন্দোলনরত কর্মী মনেশ বর্মণ বলেন, দীর্ঘ তিনবছর ধরে তারা বেতন পাচ্ছেন না। বহু টাকা বকেয়া পড়ে থাকা সত্ত্বেও সংস্থা আমাদের কর্মীদের কোনও বেতন দিচ্ছে না।এই অবস্থায় ওই কর্মীরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন, সেখানকার রায়ে সুরানা মিললেও কর্মীরা পাচ্ছেন না টাকা। এই সমস্যার যদি দ্রুত সমাধান না হয় তবে তাঁরা আগামীতে আরও বড় আন্দোলনে পথে পা বাড়াতে বাধ্য হবে।

কালী নিরঞ্জনে হড়কা বানে ভেসে গেল মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বুধবার রাত ১০টা নাগাদ বজবজ থানার অন্তর্গত বালুরঘাটে হুগলি নদীতে কালী প্রতিমা বিসর্জনের সময় হঠাৎই বান আসে। সেই হড়কা বানে আচমকাই নিরঞ্জনে ব্যস্ত বিভিন্ন পূজা কমিটির বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি ভেসে যান। মানুষ জন আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন। স্থানীয় মানুষ ও মাঝিরা উদ্ধারে নামেন।

জলের তোড়ে ভেসে যাওয়া ৬ জনকে উদ্ধার করা হয়। তবে সায়ন মণ্ডল নামে একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে বেসরকারি হাসপাতাল থেকে এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেন। প্রতি বছরের মতো এ বছরও বজবজ পুরসভা ও বজবজ থানা সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে বালুর ঘাটে নিরঞ্জনের ব্যবস্থা করা হয়। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, প্রশাসনের কাছে কি আগাম বান আসার খবর ছিল না? আবার অনেকেই বলেছেন যে, এদিন হুগলি নদীতে জল পুলিশেরও কোনও নজরদারী ছিল না।

বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত সংবাদ মাধ্যমকে জানান, পুরসভার দায়িত্ব হল গঙ্গার ঘাটে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা, দশনার্থীদের জল প্রদান করা এবং নিরঞ্জনের নানা দ্রব্যাদি যেমন ফুল–মালা ইত্যাদি নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা হচ্ছে কিনা তার নজরদারী করা। বান আসার আগাম বার্তা পুরসভার কাছে থাকে না। এটা বজবজ পোর্ট থানার অধীনে পড়ে। ডায়মণ্ড হারবার জেলা পুলিশ সুপার সিলভা মুরগান সংবাদ মাধ্যমকে জানান, ভাসান উপলক্ষে সমস্ত রকম ব্যবস্থা পুলিশের তরফ থেকে করা হয়েছিল। হঠাৎ করে একদল মানুষ কোনও নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে গঙ্গায় হুড়মুড়িয়ে নেমে যাওয়ায় এই বিপত্তি ঘটে।

ঝুঁকির পারাপারে, বিপর্যয়ের আশঙ্কা

সন্দীপ মণ্ডল ● বজবজ

গত ২৮ অক্টোবর সোমবার রাত দশটা নাগাদ আচমকা গঙ্গা নদীতে প্রবল বেগে বানে ভেঙে পড়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ থানার বাউরিয়া লঞ্চঘাট ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে মঙ্গলবার ২৯ অক্টোবর সকাল থেকে বজবজ এবং বাউরিয়া লঞ্চ পরিষেবা বন্ধ পড়ে। এই বাউরিয়া থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষজন লঞ্চ পরিষেবার মাধ্যমে উপকৃত হন, কিন্তু এই পরিষেবা বন্ধ থাকার ফলে সমস্ত মানুষজন পার্শ্ববর্তী ঝাওতালা ফেরিঘাট এর মাধ্যমে নদী পারাপার হচ্ছেন।

উল্লেখ্য বজবজ কালীবাড়ি লঞ্চঘাট থেকে ঝাওতলা ফেরিঘাট আসার সরাসরি কোনো উপায় নেই,ফলে বাস বা অটো কিংবা পায়ে হেঁটে আসার পরেও, ওই রাস্তা দিয়ে আরো প্রায় কুড়ি মিনিটের উপর হেঁটে আসতে হয় সাধারণ যাত্রীদের কে। আর এই সুযোগটা

নিচ্ছে রিক্সা ও অটো চালকরা। তারা যা খুশি তাই ইচ্ছা মতোই অতিরিক্ত যাত্রী ভাড়া নিচ্ছে। পাশাপাশি সাধারণ নিত্যযাত্রীরা নিরুপায় হয়ে প্রয়োজনের তাগিদে অতিরিক্ত ভাড়া দিতে বাধ্য হচ্ছেন। আবার সরকারি নিয়মকে উপেক্ষা করে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এক একটি যাত্রীবাহী নৌকায় প্রায় ৮০–৯০ জনের অধিক যাত্রী সহ সাইকেল এবং একাধিক বাইক পারাপার হচ্ছে । যে কোনো মুহূর্তে গঙ্গা নদীবক্ষে বড় ধরনের বিপর্যয় কিংবা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে, নৌকো যে কোনো মুহূর্তে ডুবে যেতে পারে অতিরিক্ত যাত্রী বহনের জন্য। সলিল সমাধি ঘটতে পারে শত শত সাধারণ যাত্রীর। এরপর পাঁচের পাতায়

শিলিগুড়ি জুড়ে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব

কুশল দাশগুপ্ত ● শিলিগুড়ি

ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৮৮৪ জন। মৃত্যু হয়েছে একাদশ শ্রেণীর এক ছাত্রের। বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের ১ নম্বর ওয়ার্ডের কুলিপাড়ার ধর্মনগরের বাসিন্দা মহম্মদ শেহনওয়াজ নামে ওই কিশোর মাটিগাড়ার একটি নার্সিংহোমে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর শহরে ডেঙ্গুকে ঘিরে নতুন করে আতঙ্ক আরও বেড়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা রঞ্জন সরকার। অন্যদিকে, দু'সপ্তাহে শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এলাকায় ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে পাঁচ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে শহরবাসী। ঘটনার পর পুরনিগমের আধিকারিকরা এলাকায় গেলে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাঁদের। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৮৮৪ জন হয়েছে। ঘটনায় পুরনিগমের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা রঞ্জন সরকার বলেন, মেয়র ও মেয়র পারিষদ সদস্যদের ভূমিকার তীব্র ধিক্কার জানাই। সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে খেলছে এই পুর বোর্ড। সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হসপাতালে প্রচুর মানুষ ডেঙ্গু ও ডেঙ্গু উপসর্গে ভর্তি রয়েছেন। অন্তত ৪৫০ জন বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গু উপসর্গে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রয়েছেন বলে জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা রঞ্জন সরকার। জানা গিয়েছে, গত ২৮ তারিখে জ্বরে আক্রান্ত হয় ওই কিশোর। এরপর তাঁকে এসএফ রোডের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার পরিস্থিতির অবনতি হলে ৩০ তারিখ রাত দে'টা নাগাদ মাটিগাড়ার একতি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর এদিন ভোরবেলায় তার মৃত্যু হয়। শিলিগুড়ি শহরের ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরো এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

ভেজাল ঘি–এর রমরমা কারবার উত্তরবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: সরকারি বিধি নিষেধ না মেনে ঘি–এর প্যাকেট করে বিক্রির রমরমা কারবার চলছে শিলিগুড়ি শহরে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চলছে এই অবৈধ কারবার। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত না থাকায় অভিযান করতে পারছেনা, এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ বিষয়টি অবগত না থাকায় সেই সুযোগকেই কাজে লাগাচ্ছে কিছু অসাধু ঘি ব্যবসায়ী। আর সেই কারণেই প্রতিদিন শিলিগুড়ি শহর তথা উত্তরবঙ্গের মানুষ ঘিয়ের নাম করে বিষাক্ত নানান পদার্থ সেবন করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে ঘি তৈরির কারখানা ও ঘি প্যাকেটজাত করার প্রজেক্ট। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে, শিব মন্দির এলাকায় পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন গ্রামে, বিএড কলেজ লাগোয়া এলাকায়, শিলিগুড়ি থানার অন্তর্গত গঙ্গানগর ও সন্তোষী নগর এলাকায় চলছে কারবার। এরপর পাঁচের পাতায়

হাসপাতালে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ডেঙ্গু উপসর্গ নিয়ে ভর্তি থাকা এক তরুণের সাথে অশালীন এবং অভব্য আচরণের অভিযোগ হাসপাতালের এক সেবক এর বিরুদ্ধে। অভিযোগ অসুস্থ ওই তরুণ রোগীর সাথে যৌন নির্যাতন চালিয়েছেন হাসপাতালের এক সেবক। বিপদ বুঝে হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে রোগী। শিলিগুড়ির প্রধান নগর থানার বাসিন্দা ওই তরুণ ২৬ তারিখ ডেঙ্গুর উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। সেদিন হাসপাতালেই এক আয়া তার দেখাশোনা শুরু করে। ১২ ঘণ্টা বাদে সেই আয়া দায়িত্ব ছাড়ার পর এক তরুণ ওই তরুণ রোগীর দেখাশুনার দায়িত্ব নেয়। অভিযোগ ওই তরুণের জ্বর যখন বেশি এসেছিল সেই সময় তাকে বাথরুমে নিয়ে যায় সেবক। এরপর অসুস্থ ওই তরুণের সাথে ভয় দেখিয়ে শুরু করা হয় যৌন নির্যাতন। অসুস্থ তরুণ রোগীর অভিযোগ জোর করে ওই সেবক তার পোশাক খুলে দেয়। এরপর পাঁচের পাতায়

ভূতেরা এখানে সারা রাত চুকোপাটি খেলত

কালী পূজার রাতে বারো কাঁছারীর শ্মশান পীঠে

কুনাল মালিক ● দক্ষিণ ২৪পরগনা

বারো কাঁছারী কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানার বহুল পরিচিত বড় কাঁছারী নয়। বারো কাঁছারী হল দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালী থানার অন্তর্গত উত্তর–পূর্বাংশে বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম বাওয়ালীর উত্তর প্রান্তে বনরায়পুর গ্রামে বাবা বারো কাঁছারীর শ্মশান পীঠ। বারো বিঘা প্রশস্ত জমির ওপর এই শ্মশান পীঠ অবস্থিত বলেই এখানকার শ্মশানচারী শিবের নাম বাবা বারো কাঁছারী।

জনশ্রুতি যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাবা ভূতনাথ শিবের অসংখ্য ভুত প্রেত সঙ্গে নিয়ে এই শ্মশানে চির জাগ্রত। মানবের বিপদ আপদ কাটিয়ে দেওয়া এবং দুরারোগ্য ব্যাধি মুক্ত করাই বাবা বারো কাঁছারী শিবের দৈবী মাহাত্ম্য। বাবার এই মাহাত্মে বিশ্বাসী হয়ে দূর দূরান্তর থেকে আর্ত পীড়িত মানুষজন এখানে ছুটে আসে। এই বছর কালী পূজোর অমাবস্যার রাতে এই শ্মশান পীঠে উপস্থিত হয়েছিলাম। গ্রামের শেষ প্রান্তে এক প্রাচীন বট গাছের পিছনে পাকা বেদীতে শিবের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। সেই বেদীর সামনে একটি শান বাঁধানো ঘাট। পাশেই জঙ্গলাকীর্ণ ঘুটঘুটে অন্ধকারে প্রাচীর বেষ্টিত শ্মশান। রাত এগারোটার সময় হালকা কুয়াশার চাদরে মোড়া শ্মশানপীঠকে এক আধিভৌতিক পরিবেশের রূপ দিয়েছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার কর্কশ ডাক পরিবেশকে আরও গম্ভীর করে তুলেছিল।

আমি এবং আমার ফটোগ্রাফার বাবা বারো কাঁছারী থানে ধূপ–মোমবাতি জ্বালিয়ে পূজা দিলাম। তারপর ঠিক করি শ্মশানে ঢুকব। বেদী থেকে নেমে বটবৃক্ষের তলায় কাছে এসে দেখি এক বয়স্ক মানুষ চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছেন। তিনিই ধরা গলায় বললেন, এত রাতে কারা তোমরা বাবা? আমরা পরিচয় দিয়ে বললাম, পূজা দিতে এসেছি এবার একটু শ্মশানে ঢুকব। সেই বয়স্ক লোক বললেন, আজকের

বাবা বারো কাঁছারীর শ্মশান পীঠ। –নিজস্ব চিত্র

রাতে ওই অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে যেওনা। সাপ–খোপ আছে, তাছাড়া আজ ভূত অমাবস্যা, তেনারা থাকবেন। আমরা বললাম– তেনারা বলতে? ওই বয়স্ক লোকটি বললেন, বাবার সব অনুচর, অশুভ শক্তি তোমাদের ক্ষতি করতে পারে তাই না যাওয়াই ভালো। আমরা দুজন বাইকের কাছে গিয়ে ব্যাগ থেকে লাইট আনতে গেলাম। তারপর ওই বটবৃক্ষের তলায় দেখি সেই লোকটি আর নেই। আমরা আর শ্মশানের দিকে না গিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম। কিছুটা দূরে এসে এক কালী মণ্ডপে স্থানীয় বাসিন্দা শিবশংকর কোলের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি জানালেন, প্রচুর অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী এই বারো কাঁছারী শ্মশান। এখানে আগে মড়া পোতা হতো। প্রচুর কঙ্কাল এখানে পাওয়া গেছে। তখন দিন দুপুরে কেউ ওদিকে যেতনা। এখন বাবার থানে আলো দেওয়া হয়েছে। শ্মশানকে পৃথক করে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। শোনা যায় ভূতেরা এখানে সারা রাত চুকোপাটি খেলত। পাশ্ববর্তী আধিবাসীরা এই চুকোপাটি খেলার শব্দ শুনতে পেত দৈনিক রাতের বেলায়। এখানকার মানুষদের বিশ্বাস বাবার কাছে প্রার্থনা করতে থাকলেই বাবা একটা আশ্চর্য্যজনক প্রমাণ দেন। প্রবল বায়ুর বেগ দূর থেকে বাবার বেদীর দিকে ধেয়ে আসে বেদীকে বেস্টন করে ঘুরপাক খেতে থাকে। তারপর বায়ু থেমে যায়। এতেই বোঝা যায় বাবা প্রার্থনা শুনেছেন। প্রতি চড়ক সংক্রান্তিতে এখানে চড়ক মেলা হয়। বাবা বারো কাঁছারীর প্রাচীন বটবৃক্ষগুলি আজও বর্তমান আছে। পাশে একটি রাধা–গোবিন্দের মন্দির হয়েছে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত নিজেই বাবার পূজা করা যায়। প্রচারের অভাবে এই জাগ্রত প্রাচীন শৈবতীর্থ ধামটি অনেকেরই কাছে অজানা থেকে গেছে।

Alipur Barta: 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 3, 2 November - 8 November, 2019

ফের বুল শেপ নিতে পারে ভারতের অর্থবাজার

পার্থসারথি গুহ

২০১৭ ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে অন্যতম সেরা বছর হিসেবে চিহ্নিত হবে। সেই র‍্যালি যখন ১৭ পার করে ২০১৮–র জানুয়ারি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল তখন মনে হচ্ছিল ফের একটা বুল বছর হয়তো দেখতে চলেছে তামাম ভারতীয় ট্রেডার। কিন্তু সে গুড়ে বালি দিয়ে ওই বছরই জানুয়ারির শেষ থেকে যে কারেকশন পর্ব শুরু হয় তা চলেছে প্রায় আড়াই মাস। তারপর দুখেপে ফের বাজার ঘুরে দাঁড়ালেও শেষ পর্যন্ত ২০১৯ এর একটা বড় অংশ জুড়েই নিচে থেকেছে সূচক। সেই জায়গা থেকেই সম্প্রতি পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। এখন দেখার সামনের যে রেজিস্ট্যান্সগুলি রয়েছে তা কত তাড়াতাড়ি অতিক্রম করতে পারে নিফটি ও সেনসেক্স জোড়া। এটা ঠিক ১১,৬০০ ছিল নিফটির ক্ষেত্রে বড়সড় রেজিস্ট্যান্স। কারেকশন পরবর্তী অধ্যায়ে ১১,৪০০–র ওপর থাকতে পারাটাই নিফটির জন্য অনেক বলে মনে করা হচ্ছিল। সেদিক থেকে ১১,৬০০–র ওপরে থাকা নিফটি প্রমাণ করেছে তার খুটির জোর বেশ মজবুত। এর ওপর ভিত্তি করে বুলরা স্বাভাবিকভাবেই আশা করছেন আরও একবার আগের ১২ হাজার উচ্চতাকে পরখ করে দেখবে নিফটি। সেনসেক্সের বলও গড়াবে আগের উচ্চতা ৪১ হাজারের ঘরে। এভাবেই বাজার ফের তুলে ধরবে তার বুল ফর্মেশন।

বুলদের সম্বর্ধনা জানানোর মঞ্চে বেয়াররা যে খাবি খাবেন তা তো আর নতুন কথা নয়। হচ্ছেটাও ঠিক তাই। বেয়াররা কোনওভাবে বড় আকারে দাঁত বসাতে পারছে না এই বাজারে। বিরাট বড়সড় খারাপ খবর ছাড়া এই মুহূর্তে বাজার খুব নিচে আসবে বলে মনে হয় না। একমাত্র আমেরিকা–চিনের ব্যবসায়িক চাপানউতোর বা অন্য কোনও বড় মাপের ঘটনা ছাড়া নিরুত্তাপই

অর্থনীতি

দেখাচ্ছে লগ্নিকারীদের। এর ফলে হচ্ছেটা কী বাজার জুড়ে প্রাবল্য বজায় থাকছে কিনে খেলিয়েদের। আর জামানত জব্দ হচ্ছে বেয়ার বাবুজীদের। ভাবখানা এমন, আগে বেচে খেলে অনেক সন্ত্রাস ছড়িয়েছে। এখন মানে মানে কেটে পড়। তা এই পটভূমিকায় বেচে খেললে তো চুনা লেগে যাবেই। আবার ধরুন হাতের শেয়ার বেচে দিলেন ৫০ টাকায়। দুদিন পড়ে দেখবেন সেই শেয়ার কোনও ভালো খবরের ভিত্তিতে ৫০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে সত্যি কপালকে দোষ দেওয়া ছাড়া গতি থাকে না। সেজন্যই মনে হয় শেয়ার বাজারকে অনেকে লেডি লাকের সঙ্গে তুলনা টেনে থাকেন। ভাগ্য না থাকলে এখানে সেভাবে উপার্জন করা কষ্টকর। তবে এই যুক্তি সব জায়গায় প্রযোজ্য নয়। বরং ভাগ্যের ওপর ছেড়ে না দিয়ে যদি অর্থ বাজার নিয়ে সঠিক পড়াশুনা ও অধ্যয়ন করে কাজ করা যায় তবে নিশ্চিতভাবে তাতে সাফল্য আসবে। এজন্যই এই অর্থ বাজারে সফল হতে হলে অবশ্য কর্তব্য হল টেকনিক্যালস ও ফান্ডামেন্টাল নিয়ে নিজেকে আগে প্রস্তুত করা।

প্রথমদিকে কেন্দ্রীয় বাজেটের হাত ধরে কারেকশনের একটা কালো মেঘ ছেয়ে গেছিল ভারতের শেয়ার বাজারে। এটা কি দীর্ঘস্থায়ী হবে? প্রথমদিকে এই প্রশ্নটাই কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল সাধারণ লগ্নিকারীদের। শেষপর্যন্ত দেখা গেল লং টার্ম না হলেও একটা হাল্কা মিড টার্ম কারেকশন হয়ে উঠল এই সংশোধনী পর্ব। আড়াই মাস তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। অনেক ডিএমএ বা গড়পরতা দাম ঘেঁটে দেওয়ার জন্য নিঃসন্দেহে পর্যাপ্ত সময়।

এখনও পর্যন্ত এটাই বলা যায়, ১১ হাজারের ওপর থাকা নিফটি ও ৩৯ হাজারের ওপর পা নাচাতে থাকা সেনসেক্স বাজেটের অব্যবহিত পর থেকে জোর ধাক্কা খেয়ে ১০–১২ শতাংশ কারেকশন (নিফটির ক্ষেত্রে) করে ১০ হাজার ও ৩৩ হাজারের ঘরে চলে এসেছিল পয়েন্ট মতো নিচে এসেছে। সেসময় বিশেষজ্ঞরা বলছিলেন, হতে পারে আরও ৩–৪ শো পয়েন্ট ইধার–উধার হল। সেক্ষেত্রেও ১০ হাজারের নিচে থাকা নিফটির পক্ষে একরকম অসম্ভব বলেই মনে করছিলেন বিশেষজ্ঞরা। আসলে হঠাৎ করেই কেন্দ্রীয় বাজেটে দীর্ঘমেয়াদে শেয়ার বিক্রির ওপর যে ১০ শতাংশ কর লাগু করা হচ্ছে সেটা হজম করতেই সমস্যা হচ্ছে শেয়ার বাজারের।

তাঁরা বলছিলেন, তার মানে এই নয় যে এর জন্য একেবারে 'গেল গেল' রব উঠবে। কয়েকদিন গেলেই এই অস্থিরতা কেটে ফের ভারতের অর্থ বাজার ঘুরে দাঁড়াবে। বস্তুত, তাঁদের সেই ভবিষ্যতবাণী এখন পুরোদস্তুরভাবে ফলতে আরম্ভ করেছে। আর এভাবে চলতে থাকলে আগামী ১ বছরে শেয়ার বাজার নিফটির নিরিখে পৌঁছে যেতে পারে ১৩ হাজারে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২ নভেম্বর – ৮ নভেম্বর, ২০১৯

মেষ : শরীরের দিকে বিশেষভাবে নজর দেবেন। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শত্রুরা তৎপর হয়ে আছে আপনার ক্ষতি করার জন্য, কিন্তু তারা পরাস্ত হবে। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ।

বৃষ : দায়িত্বমূলক কাজগুলি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থ হবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে নানারকম ঝামেলা ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হবে। লেখাপড়ায় বন বসতে চাইবে না। বন্ধু–বান্ধবরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ।

মিথুন : শিল্পী বা সাহিত্যিকদের পাতা সময়টি শুভদায়ক। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন। সন্তান–সন্ততী বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় সাফল্য পাবেন। কাজের জায়গায় সম্মান পাবেন।

কর্কট : স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ যোগাযোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে কিঞ্চিৎ লাভযোগ লক্ষিত হয়। ভাগ্যের উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা–বিঘ্ন আসবে। নূতন কর্মলাভের যোগ রয়েছে।

সিংহ : মনের সাহস নিয়ে এগিয়ে চলুন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। কথাবার্তায় সংযমী হতে হবে। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। ব্যবসায় পূর্বের তুলনায় কিছুটা শুভফল পাবেন। ভ্রমণের যোগ রয়েছে, তবে বিপদাশঙ্ক জায়গায় ঝুঁকি নেবেন না।

কন্যা : যতদূর সম্ভব মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করুন। অন্যের সঙ্গে ঝামেলা ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলুন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন, কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা আসবে, অতিরিক্ত চিন্তায় আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল আশা করা যায়।

তুলা : ব্যবসায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। দায়িত্বমূলক কাজে সফলতার যোগ রয়েছে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মিশ্রফল পাবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শত্রুদের থেকে সাবধান থাকবেন।

বৃশ্চিক : আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কিন্তু শরীর নিয়ে খুবই কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল লাভে বাধার যোগ রয়েছে, পিতার পক্ষে সময়টি শুভ ফলদায়ক। যোগাযোগমূলক কাজে সাফল্য লাভ করবেন। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে।

ধনু : অর্থনৈতিক বিষয়ে খুব বেশি ভাল ফল পাবেন না। অনেকে নিম্নাঙ্গের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে। মাতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

মকর : গৃহভূমি সম্পর্কে বাধা থাকলেও শুভফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি ফল পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে। ঠান্ডা জনিত পীড়ায় ও যকৃৎ পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না।

কুম্ভ : ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সময়টি শুভ ফলদায়ক। রাস্তা–ঘাটে সাবধানে চলাফেরা করবেন। আর্থিক বিষয়ে বিবিধ প্রকার সমস্যা আসবে। শত্রুদের থেকে দূরে থাকুন। রক্তের উচ্চচাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব থাকবে না।

মীন : শিক্ষায় শুভফলের যোগ রয়েছে। নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে মতান্তরের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি ফল পাবেন। প্রস্রাব সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

মুর্শিদাবাদে সরকারি স্বাস্থ্যপ্রকল্পে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ল্যাব টেকনিশিয়ান, টেকনিক্যাল সুপারভাইজার, ডেটা ম্যানেজার সহ বিভিন্ন পদে ১৯ জনকে নেবে মুর্শিদাবাদের চিফ মেডিক্যাল অফিসার অব হেলথের অফিস। চুক্তিতে নিয়োগ হবে ন্যাশনাল হেলথ মিশন ও ডিস্ট্রিক্ট এইডস প্রিভেনশন কন্ট্রোল ইউনিটের প্রকল্পে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : CM/MSD/DAP-CU/2019/8081.

শূন্যপদের বিন্যাস : আই সি টি সি ল্যাব টেকনিশিয়ান : ৮টি, ল্যাবটেকনিশিয়ান (ব্লাড ব্যাঙ্ক) : ২টি ল্যাব টেকনিশিয়ান (ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেশন ইউনিট) : ১টি, টেকনিক্যাল সুপারভাইজার (ব্লাড ব্যাঙ্ক) : ২টি, কাউন্সেলর (ব্লাড ব্যাঙ্ক) : ১টি, ল্যাব টেকনিশিয়ান (ব্লাড ব্যাঙ্ক, এন এইচ এম) : ১টি, মেডিক্যাল অফিসার : ১টি, ডেটা ম্যানেজার : ১টি, এ এন এম : ১টি।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.murshidabad.gov.in প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পূরণ করা দরখাস্ত রেজিস্টার্ড বা স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ১৩ নভেম্বরের মধ্যে পৌঁছতে হবে নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

ভদ্রেশ্বর পুরসভায় ড্রাইভার অপারেটর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ড্রাইভার, পাম্প অপারেটর, মজদুর এবং হেল্পার পদে ৩৬ জনকে নেবে ভদ্রেশ্বর পুরসভা। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : ৬১৬২।

শূন্যপদের বিবরণ : ড্রাইভার : ২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট পাশ, সঙ্গে হেভি ভেহিক্যাল ড্রাইভার লাইসেন্স থাকতে হবে। এর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা। পাম্প অপারেটর : ২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট, সঙ্গে ইলেক্ট্রিক ওয়ার্কম্যানশিপ (৪৪০ ভোল্ট) সার্টিফিকেট এবং সংশ্লিষ্ট কাজে তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। মজদুর : ৩০টি। হেল্পার : ২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উভয় ক্ষেত্রেই ক্লাস এইট পাশ, সঙ্গে বাংলায় লিখতে ও পড়তে জানতে হবে। দৈহিক সক্ষমতা থাকলে এবং খেলাধূলায় আগ্রহ থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স : ১–১–২০১৯ তারিখে ড্রাইভারের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ৪০ বছর এবং অন্য পদগুলির ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তফসিলি, ও বি সি এবং প্রাক্তন সমরকর্মী নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। বেতনক্রম : ড্রাইভার ও পাম্প অপারেটর পদের ক্ষেত্রে ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা এবং মজদুর ও হেল্পার পদের ক্ষেত্রে ৪,৯০০–১৬,২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে অতিরিক্ত।

দরকাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান এ ফোর মাপের সাদা কাগজে টাইপ করিয়ে নেবেন। দরখাস্তের সঙ্গে প্রার্থীর নাম–ঠিকানা লেখা ও ২৫ টাকার ডাকটিকিট সাঁটানো একটি খাম পাঠাতে হবে। প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ দরখাস্ত ভরা খামের ওপর যে পদের জন্য আবেদন করছেন তার নাম এবং প্রার্থীর ক্যাটেগরি লিখে দেবেন। দরখাস্ত ১৪ নভেম্বরের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The Chairman, Bhadreswar Municipality, G. T. Road, P. O. & P. S. : Bhadreswar, Dist – Hooghly, Pin : 712 124. বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : http://bhadresarmunicipality.com

পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা থেকে র‍্যালির মাধ্যমে এয়ারফোর্সে এয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি : র‍্যালির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা থেকে বেশ কিছু এয়ারম্যান নিয়োগ করবে ভারতীয় বিমান বাহিনী। র‍্যালি আয়োজিত হবে ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টুডিও চকে। নিয়োগ হবে 'এক্স' গ্রুপের এডুকেশন ইনস্ট্রাক্টর ট্রেডে। র‍্যালি চলবে ১২ থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত।

র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে হলে প্রার্থীকে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে এবং এ রাজ্যে অবস্থিত কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষায় পাশ করে থাকতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ বা ওড়িশায় এয়ারফোর্সে কর্মরত পার্সোনেলদের সন্তান এবং অবসরপ্রাপ্ত পার্সোনেল যাঁরা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বা ওড়িশায় বসবাস করছেন তাঁদের সন্তানরাও র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। ট্রেনিং হবে ০২/২০২০ কোর্সে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি এ, স্নাতকে অন্যতম বিষয় হিসেবে ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে। অথবা বি এসসি, স্নাতকে অন্যতম বিষয় হিসেবে ফিজিক্স বা সাইকোলজি বা কেমিস্ট্রি বা ম্যাথামেটিক্স বা আই টি বা কম্পিউটার সায়েন্স বা স্ট্যাটিস্টিক্স পড়ে থাকতে হবে। অথবা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে স্নাতক। অথবা ইংরেজি বা সাইকোলজিতে এম এ বা ম্যাথমেটিক্স বা ফিজিক্স বা স্ট্যাটিস্টিক্স বা কম্পিউটার সায়েন্স বা আই টিতে এম এসসি অথবা এম সি এ। সব ক্ষেত্রেই বি এড ডিগ্রি পেয়ে থাকতে হবে। সব ক্ষেত্রেই অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পাওয়া বাধ্যতামূলক।

জন্মতারিখ : স্নাতক প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৯–৭–১৯৯৫ থেকে ১–৭–২০০০–এর মধ্যে হতে হবে। স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে ১৯–৭–১৯৯২ থেকে ১–৭–২০০০–এর মধ্যে হতে হবে। বিবাহিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তারিখে ২২ বছরের বেশি বয়স হতে হবে।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা অন্তত ১৫২.৫ সেমি, বুকের ছাতি অন্তত ৫ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা থাকতে হবে। উচ্চতা ও বয়স অনুসারে ওজন হতে হবে। ভালো শ্রবণ শক্তির অধিকারী হতে হবে। ৬ মিটার দূরত্ব থেকে চাপা স্বরের কথা দু'কানে স্পষ্ট শোনার ক্ষমতা থাকতে হবে।

দৃষ্টিশক্তি : উভয় চোখে ৬/৩৬ হতে হবে, ৬/৯ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। দৃষ্টিশক্তির রিফ্র্যাকশনাল এরর +৩.৫ ডি–র (অ্যাস্টিগমাটিজম–সহ) বেশি হওয়া চলবে না। রং চেনার ক্ষমতা সি পি–থ্রি মানের হতে হবে।

প্রার্থী বাছাই হবে দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও দু'পর্যায়ের অ্যাডপ্টেবিলিটি টেস্ট এবং মেডিক্যাল এক্সামিনেশনের মাধ্যমে। দৈহিক সক্ষমতা যাচাইয়ের পরীক্ষায় থাকবে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়। সময়সীমা অনূর্ধ্ব ২৭ বছর বয়সি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ড এবং ২৭ বছর বা তার বেশি বয়সি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৭ মিনিট। সেই সঙ্গে থাকবে ১০টি পুশ আপ, ১০টি সিট আপ ও ২০টি স্কোয়াট।

লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে দুটি ভাগে। প্রথম ভাগে ইংরেজি এবং জেনারেল নলেজ ও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বিষয়ক অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। ৪৫ মিনিটের পরীক্ষা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। দ্বিতীয়ভাগে থাকবে এসে রাইটিং ও প্রেসি রাইটিং। পরীক্ষার দিনই ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

লিখিত পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের প্রথম পর্যায়ের অ্যাডাপ্টেবিলিটি টেস্ট হবে। বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে প্রার্থীর মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আছে কি না, তা এই পর্বে খতিয়ে দেখা হবে। এই পরীক্ষায় সফল হলে ইনস্ট্রাকশনাল এবিলিটি টেস্ট হবে।

প্রথম পর্যায়ের অ্যাডাপ্টেবিলিটি টেস্টে সফল হলে দ্বিতীয় পর্যায়ের অ্যাডাপ্টেবিলিটি টেস্ট হবে। কঠোর নিয়মকানুন সংবলিত মিলিটারি ট্রেনিংয়ের সঙ্গে প্রার্থী কতটা মানিয়ে নিতে পারবে, তা এই পর্বে খতিয়ে দেখা হবে। সবশেষে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন।

প্রথমে কর্নাটকের বেলগাঁওয়ের বেসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে জয়েন্ট বেসিক ফেজ ট্রেনিং। ট্রেনিং চলাকালীন মাসে ১৪,৬০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। সফল ট্রেনিং শেষে মূল বেতন ৪০,৬০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা।

র‍্যালির সূচি : ১২ নভেম্বর : দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা এবং লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে। ১৩ নভেম্বর অ্যাডাপ্টেবিলিটি টেস্ট এবং ইনস্ট্রাকশন্যাল এবিলিটি টেস্ট হবে। ১৪ নভেম্বর দ্বিতীয় পর্যায়ের অ্যাডাপ্টেবিলিটি টেস্ট হবে।

র‍্যালিতে সঙ্গে রাখবেন

* ৭ কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (হালকা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ডে তোলা) বুকের কাছে ধরে রাখা কালো স্লেটের ওপর সাদা চকে প্রার্থীর নাম ও ফটো তোলার তারিখ লিখে ছবি তুলতে হবে। অক্টোবরের আগে তোলা ফটো চলবে না।

* বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজনীয় সমস্ত মূল সার্টিফিকেট ও মার্কশিট এবং প্রত্যেকটি সার্টিফিকেট ও মার্কশিটের চারটি করে স্বপ্রত্যয়িত নকল।

* ডোমিসাইল সার্টিফিকেট, এন সি সি সার্টিফিকেটের (থাকলে) মূল কপি ও তার চার কপি স্বপ্রত্যয়িত নকল।

* এয়ার ফোর্সে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত পার্সোনেলদের সন্তানদের ক্ষেত্রে যথাযথ সার্টিফিকেটের মূল কপি ও তার স্বপ্রত্যয়িত নকল।

* প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতেপারেন এই নম্বরগুলিতে (০১১)২৫৬৯ ৪২০৯/৯৬০৬ অথবা (০৬৭৪)২৫৬ ১৩৩৬। ই–মেল : casb@iaf.nic.in

ইন্ডিয়ান অয়েলে ১৩১ তরুণ তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৩১ জন তরুণ তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের মার্কেটিং ডিভিন। ওয়েস্টার্ন রিজিয়নের চারটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অ্যাকাউন্ট্যান্ট / টেকনিশিয়ান / ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস শাখায় ট্রেনিং দেওয়া হবে। ট্রেনিং চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। এই ট্রেনিংয়ের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : IOCL/MKTG/WR/APPR./2019–29 (1st cycle).

রাজ্য অনুসারে আসন – গুজরাট : ৮১টি (সাধারণ ৩৫, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ১২, ও বি সি ২১, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ৮)। মধ্যপ্রদেশ : ৩৫টি (সাধারণ ১৫, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাত ৭, ও বি সি ৫, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৩)। ছত্তিশগড় : ৫টি (সাধারণ ৪, তফসিলি উপজাতি ১)। গোয়া : ৭টি (সাধারণ ৬, ও বি সি ১)। দাদরা ও নগর হাভেলি : ৩টি (সাধারণ ২, তফসিলি উপজাতি ১)।

মোট আসনের মধ্যে ৫টি দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অ্যাকাউন্ট্যান্ট অ্যাপ্রেন্টিসের ক্ষেত্রে যে কোনও শাখায় স্নাতক।

টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিসের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শাখায় ৩ বছরের

কাজের খবর

ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা।

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিসের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ট্রেডে এন সি ভি টি বা এস সি ভি টি স্বীকৃত আই টি আই কোর্স পাশ।

বয়স : ১৮ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে হতে হবে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.iocl.com অনলাইন দরখাস্তের পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের পাঁচ কপি রঙিন ফটো, কালো কালির সই, জন্মতারিখের প্রমাণ হিসেবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও কাস্ট সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) আপলোড করতে হবে।

খুঁটিনাটি তথ্য পাওয়া যাবে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

শব্দবার্তা ১৫২

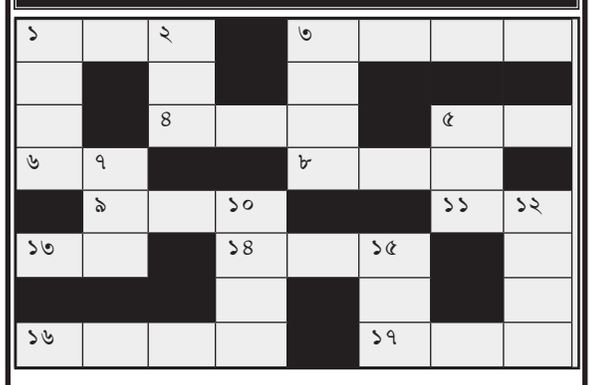

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। খাদ্যদ্রব্য ৩। গোয়েন্দা, গুপ্তচর ৪। খরগোশ ৫। ঋণ, ধার ৬। নতুন ৮। 'মৌখিক'–এর বিপরীত ৯। রান্না, পাক ১১। বিন্দু ১৩। অসমের এক পর্বত ১৪। দৃষ্টান্ত ১৬। পার্থক্যবোধ, বিরোধের মনোভাব ১৭। ফোড়ন।

উপর–নীচ

১। উঁচু বংশ, কৌলীন্য ২। শ্রেষ্ঠ মানুষ ৩। ভারতীয় নৃত্য বিশেষ ৫। প্রাণদন্ড ৭। ভাগে ফসল উৎপাদনের বন্দোবস্ত ১০। প্রকৃত মানুষ ১২। শক্তিশালী ১৫। রবীন্দ্র নাটিকা, '— রশি'।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৫১

পাশাপাশি : ১। পাঞ্চাল ২। পরিতাপ ৪। রক্ত নিশান ৬। তলা ৯। শনি ১১। রামরহিম ১৩। পরিচ্ছেদ ১৪। কৈতব।

উপর–নীচ : ১। পাথার ২। পদানত ৩। পঞ্চরঙ্গ ৫। নিরাশ ৭। লাচার ৮। উপলেপ ১০। নিরাপদ ১২। মক্তব।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

রাজ্য সরকারে ২০০ ফার্মাসিস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০০ ফার্মাসিস্ট গ্রেড থ্রি/ফার্মাসিস্ট কাম সেলসম্যান গ্রেড থ্রি নিয়োগ করবে রাজ্য সরকারের শ্রম দফতর। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ২১/২০১৯। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন।

শূন্যপদের বিন্যাস : সাধারণ ৯৭, তফসিলি জাতি ৪৪, তফসিলি উপজাতি ১৩, ও বি সি – এ ১৯, ও বি সি – বি ১৩, দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ২, শ্রবণ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৩, চলাচলে অক্ষম বা সেরিব্রাল পালসি ৩, খেলোয়াড় ৬।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.pscwbapplication.in অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১ থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত। অফলাইন ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২২ নভেম্বর। বিশদে জানতে নজর রাখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

অস্ত্র কারখানায় ৪৮৫০ নন আইটিআই ও আইটিআই পাশ অ্যাপ্রেন্টিসশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্থ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি ও অর্ডন্যান্স ইক্যুইপমেন্ট ফ্যাক্টরি ৪,৮০৫ জন তরুণ তরুণীকে ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে। ৫৬তম ব্যাচে অ্যাপ্রেন্টিসেস অ্যাক্ট ১৯৬১ অনুসারে, নন আই টি আই এবং আই টি আই পাশ প্রার্থীদের ট্রেনিং দেওয়া হবে। প্রার্থী বাছাই করবে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ড।

আসন সংখ্যা : আই টি আই ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ৩,২১০টি এবং নন আই টি আই ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ১,৫৯৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : নন আই টি আই প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ মাধ্যমিক বা সমতুল। অঙ্ক ও বিজ্ঞান (ফিজিক্যাল সায়েন্স ও লাইফ সায়েন্স) বিষয়ের প্রতিটিতে ৪০ শতাংশ করে নম্বর থাকা বাধ্যতামূলক। আই টি আই প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক, সঙ্গে এন সি ভি টি বা এস সি ভি টি কর্তৃক স্বীকৃত আই টি আই কোর্স পাশ। উভয় ক্ষেত্রেই অন্তত ৫০ শতাংশ করে নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। বয়স : নির্দিষ্ট তারিখে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে হতে হবে। সরকারি নিয়মানুসারে সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা বয়সের ছাড় পাবেন।

এই প্রশিক্ষণের বিশদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলে সে খবর জানানো হবে। আগ্রহীরা দেখতে পারেন এই ওয়েবসাইট : www.ofb.gov.in

আতস কাঁচে

দা'য়ের কোপে দোকানদার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধারালো দা'য়ের কোপে জখম হলেন এক দোকানদার। গুরুতর জখম অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দোকানদার চিত্ত শিকারী। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার ভোররাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার ইটখোলা গ্রামপঞ্চায়েতের মধুখালি গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় মধুখালী গ্রামের গ্রামবাসী ও স্থানীয় জনকল্যাণ সংঘের উদ্যোগে গ্রামেই কালীপুজো উপলক্ষে সোমবার রাতেই ক্লাব প্রাঙ্গণে চলছিল নাচ, গান সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান চলার সময় মঙ্গলবার ভোর রাতে জনাকয়েক বন্ধুবান্ধব অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে বচসায় জড়িয়ে পড়ে। এর পরই আচমকা ধারালো দা নিয়ে পুজোমন্ডপ সংলগ্ন চিত্ত শিকারী দোকানে টুকে পড়ে চিরঞ্জিত সরদার, আষাড়ে সরদার, তপন সরদার, কাবুল সরদার নামে জনা কয়েক যুবক।অতর্কিতে আচমকা চিত্ত শিকারীর ঘাড়ে ধারালো দা দিয়ে কোপায় বলে অভিযোগ ওঠে যুবকদের বিরুদ্ধে।স্থানীয় লোকজন চিত্তর চিৎকারে হাজির হলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুতর জখম ব্যাক্তিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে গুরুতর জখম চিত্ত শিকারীর ঘাড়ে পিঠে মারাত্মক আঘাত লাগায় তার ঘাড়ে পিঠে ২২ টি সেলাই করেন চিকিৎসকরা। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। কি কারণে চিত্তকে কোপালো স্থানীয় যুবকরা সে বিষয়ে অন্ধকারে পুলিশ।এ বিষয়ে ক্যানিং থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে সঠিক কারণ খুঁজে পেতে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

অটো থেকে পড়ে জখম

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলন্ত অটো থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হলেন বছর চল্লিশের এক মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ক্যানিং থানার ক্যানিং–গোলাবাড়ি রোডের রায়বাঘিনী এলাকায়।গুরুতর জখম অবস্থায় লতিকা সরদার নামে ওই মহিলা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।জখম মহিলার বাড়ি নিকারীঘাটা গ্রামপঞ্চায়েতের জয়রামখালি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে এদিন সন্ধ্যায় ক্যানিং থেকে সাতজন যাত্রী নিয়ে একটি অটো সাতমুখী যাচ্ছিল।রায়বাঘিনী স্কুল সংলগ্ন ক্যানিং–গোলাবাড়ি রোডের একটি বাম্পার টপকানোর সময় আচমকা লতিকা সরদার নামে ওই মহিলা অটো থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে আটোতে জড়িয়ে চলন্ত অটোর সামনে পড়ে যায়। স্থানীয় পথচারীরা ও অটোচালক দেখতে পেয়ে অটোটিকে থামিয়ে রক্তাক্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় মহিলা কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। তাঁর দুটি হাত ও পায়ে মারাত্মক আঘাত লাগায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা লতিকা সরদার কে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন।

টোটো–বাইক সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : টোটো–বাইক সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন ওবাইদুল্লা সেখ নামে এক বাইক চালক।বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার ঝড়খালি–বাসন্তী রোডের শিবগঞ্জ বাজার এলাকায়। টোটো চালক সজোরে বাইক কে ধাক্কা মেরে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়।অন্যদিকে পথচারীরা রক্তাক্ত অবস্থায় বাইক চালক ওবাইদুল্লা কে রক্তাক্ত অবস্থা রাস্তার উপর ছটফট করতে দেখে,তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহত বাইক চালকের ডান পায়ে মারাত্মক আঘাত লাগায় তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের স্থানান্তরিত করেন বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসকরা।

পাচারের আগেই ধৃত নৌকা ভর্তি গোরু

সুভাষ চন্দ্র দাশ, গোসাবা ঃ সুন্দরবনের জলপথে গোপনে যন্ত্রচালিত নৌকা করে গোরু নিয়ে পাচার করার সময়ে সীমান্তে মোতায়েন থাকা বিএসএফ বাহিনীর তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে টহলরত পুলিশের হাতে ধরা পড়লো একটি নৌকা বোঝাই গোরু। সেই সময় নদীতে অন্ধকার নেমে আসায় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যায় পাচারকারীর দলটি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নদীতে। ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তে মোতায়েন রয়েছে বিএসএফ বাহিনী। তাদের সাহায্যের জন্য কাজ করে উপকূলবর্তী থানা গুলি । এদিন গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন উপকূল

থানার পুলিশ এদিন যখন রায়মঙ্গল নদীতে টহল দিচ্ছিল সেই সময় একটি বড় যন্ত্রচালিত নৌকায় গোরু নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বাংলাদেশের দিকে।সেই সময় বিএসএফ বাহিনী তাদের দেখতে পেয়ে তাড়া করলে ওই পাচারকারীর দলটি পিছু হটে ঢুকে পড়ে রায়মঙ্গল নদীতে। সেই সময় ওই টহলরত সুন্দরবন উপকূল থানার পুলিশ বাহিনীদের সন্দেহ হওয়ায় তারাও নৌকাটির পিছু ধাওয়া করলে পাচারকারীরা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে চলন্ত নৌকা থেকে নদীর জলে ঝাঁপ দেয় এবং অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে তারা সাঁতার দিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর পুলিশ কর্মীরা ওই নৌকাটিতে তল্লাশি চালিয়ে ১৯ টি গরু উদ্ধার করেছে। সেই সঙ্গে আটক করা হয়েছে পাচারে ব্যবহৃত যন্ত্রচালিত নৌকাটিকেও।এছাড়াও পাচারকারীদের নাগাল পেতে এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ।

আত্মঘাতী জামাইবাবু

নিজস্ব প্রতিনিধি : অবৈধ সম্পর্কের জেরে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হবার চেষ্টা জামাইবাবু ও শালীর, ঘটনায় মৃত্যু হয় ওই জামাইবাবুর। তবে বিষ খেয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থা শালিকা কে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছ্যায় এলাকায়। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা মথুরাপুর থানার বাপুলি বাজারের রামনগর গ্রামের।

স্থানীয় সূত্রে খবর, যুবক নিতাই মন্ডল এর সাথে অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক ছিল তার শালিকা মিনতি মন্ডলের। গত মঙ্গলবার ভাইফোঁটার দিন শ্বশুরবাড়িতে আসে নিতাই মন্ডল। সন্ধ্যাবেলায় নিজের শালিকা মিনতি মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর দেখার নাম করে বের হয়। বেরিয়ে রাতে আর বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের লোকজন উভয়কেই ফোনে যোগাযোগ চেষ্টা করে পায়নি। এদিন সকাল নাগাদ পরিবারের লোক দুজনের বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার খবর পায়। ঘটনাস্থলে মথুরাপুর থানার পুলিশ এসে জামাইবাবুর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় মিনতি মন্ডলকে ডায়মন্ডহারবার মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, জামাইবাবুর সাথে শালির অবৈধ সম্পর্কের জেরে দীর্ঘদিন ধরেই স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ চলছিল। তারই জেরে এই মর্মান্তিক পরিণতি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মথুরাপুর থানার পুলিশ।

ষ্টেশনে যাওয়ার রাস্তা সারাতে উদ্যোগী গ্রামপঞ্চায়েত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : প্রত্যন্ত সুন্দরবনের সিংহদুয়ার নামে খ্যাত ব্রিটিশ আমলের এই ক্যানিং ষ্টেশন। এই ষ্টেশন দিয়ে ১৯৩২ সালে ২৯ ডিসেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর হ্যামিলটন সাহেবের ডাকে সাড়া দিয়ে রেলপথে করে প্রথমে ক্যানিং ষ্টেশনে এ পদার্পণ করেন। পড়ে স্টিমার যোগে মাতলা নদী দিয়ে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা দ্বীপে গিয়েছিলেন। সেগুলি আজ ইতিহাস। কালক্রমে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার সমস্ত ষ্টেশনে আধুনিকতার ছোঁয়া পড়লেও তিমিরে রয়েগেছে সুন্দরবনের সিংহদুয়ার নামে খ্যাত ঐতিহাসিক ক্যানিং ষ্টেশন।বৃষ্টি হলেই প্রতিদিনই এই ক্যানিং ষ্টেশন সংলগ্ন যাতায়াতের রোডে হাঁটু সমান জল জমে যায়। সাধারণ নিত্যযাত্রীরা পড়ে চরম বিপাকে। নেই কোনও সুরাহা। অগত্যা সেই হাঁটু সমান কাদাজল মাড়িয়ে রাস্তা পারাপার হতে গিয়ে জমা জলে পড়ে গিয়ে প্রায়ই জখম সাধারণ মানুষ জন থেকে মহিলা,শিশুরা।মানবিকতার খাতিরে ক্যানিং ষ্টেশন সংলগ্ন রোডে জমা জল মাড়িয়ে সাধারণ যাত্রীদেরকে যাতায়াতের সময় সাবধানতা অবলম্বন করে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের কে হাত ধরে পারাপার করে দেন ট্রাফিক সামলানোর দায়িত্বে থাকা সিভিক ভলেন্টিয়াররাও। আবার কখনও অসহায় মহিলাদের কোলের শিশুদের কে কোলে করে নিয়ে নিরাপদ ভাবে রাস্তার জল পারাপার করে পৌঁছে দেন।

অন্যদিকে ক্যানিং ষ্টেশনের উপর প্রতিবন্ধীদের একটি শৌচালয় তৈরি হলেও তা প্রায় একবছরের ও বেশি সময় ধরে বন্ধ রয়েছে। আবার সাধারণের জন্য তৈরি শৌচালয় একেবারেই জঘন্য অবস্থায় রয়েছে,সেখানে সাধারণ রেলযাত্রীরা নাকে রুমাল চেপে শৌচালয়ের কাজ সারেন।শৌচালয় আছে দরজা নেই।ষ্টেশনে নেই পর্যাপ্ত যাত্রীশেড,নেই কোনও যাত্রী প্রতিক্ষালয়,আবার বৃষ্টি হলেই জলে ভিজে যাত্রীদের কে ট্রেনে উঠতে হয়। এছাড়াও প্রত্যন্ত সুন্দরবন থেকে চাষিরা শাকসবজী নিয়ে যান শিয়ালদহ কোলে মার্কেটে। চাষিরা বুকিং করতে চাইলেও বুকিং কাউন্টারে বুকিং হয় না।ক্যানিং ষ্টেশনে দীর্ঘ প্রায় দুবছর সময় ধরে স্থায়ী কোনও টিকিট পরীক্ষক না থাকায় বিভিন্ন ভাবে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে তাদের কে যাতায়াত করতে হয় বলে অভিযোগ।

ক্যানিং ষ্টেশন সংলগ্ন রাস্তার নরক যন্ত্রণা নিয়ে জয়নগর কেন্দ্রে সাংসদ প্রতিমা মন্ডল গত ২৪ আগষ্ট ডিআরএম কে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠি পাওয়ার পর নড়েচড়ে বসে রেল দফতর।গত ৭ সেপ্টেম্বর রেলের এক আধিকারিক ক্যানিং ষ্টেশনে গিয়ে রাস্তা নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন স্থানীয় মাতলা ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হরেন ঘোড়ুই উত্তম দাস সহ অন্যান্যদের সাথে।

আলোচনায় উঠে আসে কে রাস্তা তৈরি করবে?রেল দফতর না গ্রাম পঞ্চায়েত?

এ বিষয় নিয়ে রেল দফতর কিছুটা সময় নিয়ে ছিল রাস্তা তৈরির ব্যাপারে। পরে অবশ্য রেল দফতর ক্যানিং ষ্টেশন সংলগ্ন রাস্তা তৈরি করবে না বলে গত ১৬ অক্টোবর মাতলা ১ গ্রামপঞ্চায়েত ও ক্যানিং ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি কে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয়।

রেল দফতরের চিঠি পাওয়ার পর নড়েচড়ে বসে মাতলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত। বুধবার দুপুরে শুরু হয় ক্যানিং ষ্টেশন সংলগ্ন রাস্তার মাপজোকের কাজ। জানাগেছে রাস্তাটি তৈরি হবে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের (MGNREGS)অধীনে,বাজেট প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা।

ক্যানিং ষ্টেশন সংলগ্ন চারটি রাস্তা মিলিয়ে মোট ১ কিলোমিটার রাস্তা কংক্রিট ঢালাই হবে। বুধবার দুপুরে এই রাস্তা মাপজোকের কাজে উপস্থিত ছিলেন মাতলা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস,মাতলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হরেন ঘোড়ুই,উপপ্রধান প্রদীপ দাস সহ বিশিষ্টরা। রেলওয়ে ষ্টেশন সংলগ্ন রাস্তা ব্যাপারে মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস বলেন, রাস্তার ব্যাপারে আলোচনার জন্য গত ৭ সেপ্টেম্বর রেলের এক আধিকারিক এসেছিলেন। তিনি রাস্তা গুলি পরিদর্শন করেন এবং এই ক্যানিং ষ্টেশন সংলগ্ন রাস্তার কাজ কিভাবে করা যায় সে বিষয় সহ ষ্টেশনের যাত্রী পরিষেবা ক্ষতিয়ে দেখে আলাপ আলোচনা করেছিলেন।পরে রেল দফতর রাস্তাটি তৈরি করবে না বলে জানিয়ে দেওয়া,জনসাধারণে সুবিধার জন্য আমরাই উদ্যোগ নিয়ে রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করেছি।আগামী একমাসের মধ্যে এই রাস্তার কাজ শুরু হবে।

বাঁদনা পরবে মাতলেন জঙ্গলমহলবাসী

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম: ভাইফোঁটার দিন মঙ্গলবারও ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন কালী মন্ডপের মানুষের উছড়ে পড়ার মতো ভিড় ছিল। শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও কালীপুজোর আলোকসজ্জায় মেতেছে জঙ্গলমহলবাসী। সেইসঙ্গে এদিন বাঁদনা পরবে গরু খুটান ঘিরে জেলার ব্লকে ব্লকে উসবে মেতে উঠেছিল এলাকার মানুষ।ঝাড়গ্রাম ব্লকের লব–কুশ মাঠে গরু খুটান উসবে শামিল হয়েছিলেন প্রশাসনিক কর্তা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক আয়েষা রানী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিশ্বজি মাহাতো, বিধায়ক চূড়ামনি মাহাতো প্রমুখরা। পাশাপাশি কোটার জঙ্গলমহলের সাড়ম্বরে পালিত হল বাঁদনা পরব ও গরু খুটান উসব। ধামসা মাদল এর সঙ্গে মাতোযারা হলেন জঙ্গলমহলবাসী। এই গরু খুটান উসবকে কেন্দ্র করে জেলার বিভিন্ন ব্লকে আদিবাসী, মাহাতো সমাজের মানুষ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আযোজন করেছিল।

উত্তরের আঙিনায়

গুণধর ছেলে গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: বিশেষ সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার ভক্তিনগর এলাকায় বাবা ও মাকে মারধর এবং খুনের হুমকির অভিযোগে গ্রেপ্তার হল ছেলে। গুণধর ছেলের নাম তাপস দে। বাবা এবং মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে গুণধর ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। নিউ জলপাইগুড়ি থানা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে অভিযুক্ত তাপস দে বেশ কিছুদিন যাবৎ তার মা এবং বাবাকে মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার চালাচ্ছিল। ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় বুধবার তাপস দের বাবা শ্যামল দে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।এরপর ঘটনা তদন্তে নামে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ অভিযুক্ত তাপস দে কে গ্রেপ্তার করে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠিয়েছে।

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: ডেঙ্গুর সংক্রমণে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মৌসুমী হাজরা। জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ২৬ তারিখ জ্বরের জন্য মৌসুমী হাজরাকে ভর্তি করা হয় শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানে রক্তপরীক্ষা করে এনএসওয়ান পজেটিভ বলে জানান ডাক্তার। মৌসুমী হাজরা জানান, ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে প্রতিদিন দুবার করে মশার তেল এবং ব্লিচিং ছেটানো হচ্ছে। কোথাও জল জমে রয়েছে কিনা তা দেখতে কর্পোরেশনের হেলথ ওয়ার্কাররা পৌঁছে যাচ্ছে ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিটি বাড়িতে। এরপরও কিভাবে ডেঙ্গু সংক্রমণের হার ক্রমাগত বাড়ছে তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

গণ্ডারের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: জলদাপাড়ায় উদ্ধার গন্ডারের দেহ। বনদপ্তর এর সন্দেহ চোরাশিকারীদের হাতে শিকার হয়েছে গন্ডারটি। গন্ডারের দেহ থেকে লোপাট খড়্গ। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে গন্ডারের দেহে দুটি বুলেটের ক্ষত রয়েছে। বনদপ্তর তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতদন্ত হয়েছে মৃত গন্ডারের।

দুষ্কৃতীদের গুলিতে আহত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে আহত পঙ্কজ গুপ্তা। মঙ্গলবার বিকেলে ফুলবাড়ির সিপাহীপাড়া এলাকায় দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলিতে আহত হন পঙ্কজ গুপ্তা। দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলি পঙ্কজ বাবুর কোমরে লাগে। স্কুটি করে সিপাইপাড়া এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন পংকজবাবু। সেই সময় তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন পঙ্কজবাবু। ফুলবাড়ী এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে কাজ করতেন পঙ্কজ। বিষয়টি জানানো হয়েছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশকে। তৃণমূল কংগ্রেসের ফুলবাড়ি ডাবগ্রাম এলাকার সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আহিদ জানিয়েছেন, পঙ্কজ গুপ্তা উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি তার চিকিৎসা চলছে বিষয়টি তার পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে পুলিশকে।

সাংসদ–বিধায়ক চাপানউতোর কোচবিহারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : একজন সাংসদ আইনের পরিপন্থী কাজ করে যাচ্ছেন আর তাকে পূর্ণ মদত দিয়ে যাচ্ছে পুলিশের একাংশ। আইন ভাঙার কাজ করলেও কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে কোনও রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না দিনহাটা থানার পুলিশ এমনই অভিযোগ আনলেন দিনহাটা বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ।

মঙ্গলবার দিনহাটা মহকুমার বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় অনুগামীদের সাথে নিয়ে নিজে মোটরসাইকেল চালিয়ে জনসংযোগ করেন কোচবিহারের বিজেপি সাংসদ নিশীথ প্রামানিক। তার এই অভিযান নিয়ে বুধবার প্রশ্ন তুললেন বিধায়ক উদয়ন গুহ। এদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, সাংসদ নিশীথ প্রামানিক আইনবিরুদ্ধ ভাবে দিনহাটা গ্রামাঞ্চলে নীল বাতি, লালবাতি গাড়িতে তারস্বরে হুটার বাজিয়ে গ্রামবাসীদের তটস্থ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অথচ এধরনের আইনবিরুদ্ধ কাজ করলেও তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না পুলিশ। শুধু তাই–ই

নয়, এদিন তিনি বলেন, ভেটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রতন বর্মন পুলিশের গাড়িতে হামলা চালানোর সহ বোমা মারার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত। পুলিশই তার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করেছে। অথচ এই অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে একান্ত আলাপচারিতা করতে দেখা যাচ্ছে সাংসদ নিশীথ প্রামানিককে। একদিকে পুলিশ বলছে যে এই ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, অন্যদিকে সেই ব্যক্তি প্রকাশ্য দিবালোকে সাংসদের সাথে বসে রয়েছেন। এক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকার এদিন নিন্দা করেন উদয়ন বাবু। তিনি বলেন, পুলিশ এই সমস্ত অপরাধীদের ধরতে পারছেন না। অথচ সাধারণ মানুষকে তুলে নিয়ে আসছেন। এর মধ্য দিয়ে বোঝা যাচ্ছে একটি বড় অংশের পুলিশ একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। যা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না।

উদয়ন গোমরাহী বক্তব্য নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে সাংসদ নিশিত প্রামানিক এদিন বলেন, উদয়ন বাবু নিজেই একটি খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত। কিন্তু তারপরও তিনি প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অথচ অন্য আরেকটি ঘটনার অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে কথা বলায় তিনি তার দিকে আঙুল তুলছেন এটা কখনোই কাম্য নয়। অভিযোগ যে কারো নামে থাকতে পারে। কিন্তু সে প্রকৃত অপরাধী কিনা তা প্রমাণ করবে আদালত। তার হুটার বাজিয়ে ঘুরে বেড়ানো এবং এ বিষয়ে পুলিশ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করার উদয়ন ক্ষোভ এর উত্তরে নিশীথ প্রামানিক বলেন, আসলে উদয়ন বাবু চান পুলিশ তার হয়ে দলদাসের কাজ করুক। আসলে পুলিশ নিরপেক্ষ কাজ করলেই উদয়ন বাবুরা এধরনের মন্তব্য করে থাকেন। আসলে ওনার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে বলে এদিন দাবি করেন নিশীথ প্রামানিক।

সোনার সহ ৫৫০০ টাকা চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: মঙ্গলবার রাতে ঘোঘোমালি আম্বেদকর ক্লাব সংলগ্ন নেতাজি পাড়ার একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। জানালার গ্রিল কেটে একজোধা কানের দুল, একটি সোনার আংটি ও চেন সহ ৫৫০০ টাকা চুরি করে পালাল চোরের দল। জানা গিয়েছে, গতকাল সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ির মালকিন রূপশ্রী ঘোষ ও তার ছেলে অর্পণ ঘোষ দুজনে মিলে বাজারে যান।বাজার থেকে ফিরে এসে ঘরের অবস্থা দেখে চুরির ঘটনা বুঝতে পারেন নি তারা। এরপর সকালে জানালার পর্দা খুলতে গিয়ে তারা দেখতে পান জানালার গ্রিল কাটা অবস্থায় রয়েছে।এরপরই বুঝতে পারেন বাড়িতে চুরি হয়েছে। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত করেছে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ।

আশ্চর্যজনকভাবে প্রাণে বাঁচলেন ২ আরোহী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: সকালে একটি চার চাকা ছোট গাড়ি ফুলবাড়ি সংলগ্ন তিস্তা মহানন্দা লিঙ্ক ক্যানেল থেকে উদ্ধার করলেন স্থানীয় যুবকরা। তাদের থেকেই জানা যায়, গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা গিয়ে পড়ে তিস্তা মহানন্দা ক্যানেলে। গাড়িতে থাকা এক মহিলা সহ দুই আরোহী ভাগ্যক্রমে গাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রাণে বাঁচলেন। বুধবার গভীর রাতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ফুলবাড়ির স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, উৎপল মিশ্র নামে রানিডাঙার এক যুবক শিলিগুড়ি দিক থেকে জলপাইমোড় হয়ে ফিরছিলেন। তার অভিযোগ জলপাই মোড় থেকে কোনও একটি গাড়ি তাদের পিছু নেয়। বিপদ বুঝে ফুলবাড়ি হয়ে মহানন্দা ব্যারেজ পার করে ক্যানেলের ডান দিকের রাস্তা ধরে যাচ্ছিলেন তারা। তখনই তাদের গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ক্যানেলের জলে পড়ে যায়। কোনও মতে তারা বেরিয়ে আসেন গাড়ি থেকে। খবর পেয়ে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। তারা গাড়িটিকে উদ্ধার করেন। এই দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন দুজন।

দার্জিলিংয়ে দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: বাংলা সিনেমা টনিক এর শ্যুটিংয়ের জন্য বৃহস্পতিবার বিকেলে দার্জিলিং এলেন চলচ্চিত্র অভিনেতা দেব। তাঁর সঙ্গে ওই সিনেমার শ্যুটিংয়ের জন্য এসেছেন অভিনেত্রী পাওলি দাম, মিমি চক্রবর্তী এবং সোহিনী সেনগুপ্ত। শিলিগুড়ির মুভি ক্রাফট মিডিয়ার আয়োজনে এই তারকারা আগামী চারদিন ধরে দার্জিলিং পাহাড়ের বিভিন্ন লোকেশনে শ্যুটিং করবেন। আর এই শ্যুটিংয়ের পুরো তত্বাবধান করছেন মুভি ক্রাফটের তরফে চৈতালী ব্যানার্জী। পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে শ্যুটিংয়ের লোকেশন স্থির করা সহ অন্য সব আয়োজন করে দিয়েছে মুভি ক্রাফট মিডিয়া। চৈতালীদেবী জানিয়েছেন, তারা উত্তরবঙ্গে ফিল্ম ট্যুরিজমের বিকাশ চান।আর এজন্যই তাঁরা কাজ করছেন।

শর্টফিল্ম–এর পোস্টার রিলিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শুক্রবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে লাহা ফিল্মস এর নিবেদন ৮ম শর্টফিল্ম প্রাপ্তি ছবির পোস্টার রিলিজ অনুষ্ঠিত হলো। এই ছবির গল্পটিতে একটি সুন্দর ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মূলত এই ছবির গল্প অনাথ আশ্রম এবং বৃদ্ধাশ্রমকে যদি একই ক্যাম্পাসের মধ্যে করা হয, তাহলে অনাথ শিশুরা কিছু দাদু, ঠাকুমা, দিদা পাবে। ঠিক তেমনি বৃদ্ধ–বৃদ্ধারাও কিছু নাতি–নাতনি পাবেন।

এই ছবির চিত্রনাট্যও কাহিনী ও পরিচালক সৌম্যদীপ লাহা এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এই ছবিতে স্তোত্র পাঠ করেছেন কলকাতা থেকে আগত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী শুভময় সেন। এছাড়াও ছবির কলাকুশলীরা উপস্থিত ছিলেন। লাহা ফিল্মস এর প্রধান উপদেষ্টা সূর্যশেখর গাঙ্গুলী নিজেও এই ছবিতে অভিনয় করেছেন।

এই ছবিটি ২৫ মিনিটের। ছবিটি আগামী ৩ নভেম্বর সিসিএন বিনোদন চ্যানেলে রাত ৯ টা ৩০ মিনিটে সম্প্রচার হবে।

চাঁদার জুলুম গ্রেফতার ১০

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: আজ সাংবাদিক বৈঠক করলেন ডিসিপি ইন্দিরা মুখার্জি সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, ইস্ট জোনের আন্ডারে মোট পারমিটেড কালীপুজো ছিল ৩৩৩টি।যার মধ্যে শিলিগুড়ি থানা এলাকায় রয়েছে ১৬৩টি, ভক্তিনগর থানা এলাকায় রয়েছে ৯৪টি এবং এনজেপি থানা এলাকায় রয়েছে ৭৬টি। মোট চার দিনে বাড়ির পুজো ও ক্লাবের পুজো মিলিয়ে ৪৫২টি প্রতিমা বিসর্জন হয়েছে।কালীপুজোর দিনগুলিতে কোন রকম অভিযোগ জমা পড়েনি।

ইস্ট জোনের অন্তর্গত থানা গুলির মধ্যে শুধুমাত্র ভক্তিনগর থানায় একটি অভিযোগ জমা পড়েছে জোর করে চাঁদা তোলা সংক্রান্ত বিষয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ভক্তিনগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে মোট ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানিয়েছেন ডিসিপি(ইস্ট) ইন্দিরা মুখার্জি।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ২ নভেম্বর – ৮ নভেম্বর, ২০১৯

কলকাতার দূষণ

মুম্বই, দিল্লির দূষণের কাহিনী একসময় বঙ্গজ পর্যটকদের আতঙ্কিত করত। আজ কলকাতা দূষিত নগরীর অলিখিত তকমা পেয়ে গেছে। রাজনৈতিক দূষণ নয় পরিবেশবিদদের গবেষণায় উঠে এসেছে কলকাতার বিষ কুম্ভ চেহারা। পরিবেশবিদরা সোচ্চার হলেও রাজনীতিবিদ কিংবা প্রশাসন এব্যাপারে তীব্রভাবে উদাসীন। এক সময় পরিবেশ রক্ষা নিয়ে রীতিমতো সোচ্চার হয়েছিলেন বহু সমাজকর্মী। আজ তারা রামধনু রাজনীতির শিকার। পুজো পার্বন এলেই হঠাৎই প্রশাসন নড়েচড়ে বসে নদী কিংবা বাতাস দূষণ নিয়ে। প্রকৃতপক্ষে অবশ্যই তারা সঠিক কাজটি করে থাকেন। কিন্তু প্রচারের ঢক্কা নিনাদে বাদ পড়ে যায় বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক প্রেক্ষিত।

গঙ্গায় প্রতিমা নিরঞ্জন নিয়ে অনেক আইন আদালত হয়েছে। অগত্যা মা দূর্গার ভাসান মা গঙ্গায় করতে দেওয়া নিয়ে তীব্র কঠোরতা লক্ষ্য করা গেছে। ভারতের ঐতিহ্যই পুজো আচ্চা। ঘটে ও দর্পণে যদিও নিরঞ্জন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় কিন্তু প্রতিমার প্রতি অমর্যাদা দৃশ্য দূষণ ছড়ায়। আজ কলকাতার রাজপথে অলিতে গলিতে বিভিন্ন জায়গায় বাড়িতে পুজো করা লক্ষ্মী সরস্বতী ঠাকুরকে অযত্নে ফেলে রাখা হচ্ছে দিনের পর দিন। হিন্দুত্ববাদী সংগঠন গুলি এগুলি নিয়ে উদাসীন। প্রতিমার সঙ্গে যে ফুল এবং অন্যান্য উপকরণ থাকে সেগুলি সবই পরিবেশ বান্ধব জলজ প্রাণীরা উপকৃত হয় অনেক। কলকাতার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কলুষহারিণী মা গঙ্গা। প্রতিদিন প্রচুর বর্জ্য পদার্থ সরাসরি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে গঙ্গায়। পুজো পার্বনের সময় অতি সক্রিয় প্রশাসন কলা বউ সহ ফুল মালা পুরোসভার ভ্যাটে ফেলতে বাধ্য করছে। এমনকি মাতৃপ্রতিমাকেও ২ মিনিটের বেশি জলে রাখতে দিচ্ছে না। বিশ্বকর্মা পুজো থেকে ছট পুজো পর্যন্ত পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রশাসনের যে তৎপরতা তা সারাবছর থাকে না আপত্তি এখানেই।

দেওয়ালীর সময়ই বাতাসের দূষণ মাত্রা ছাড়িয়ে যায় স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। শিশু ও বয়স্ক মানুষেরা শ্বাসকষ্টে ভুগে থাকে অনেক বেশি। পরিসংখ্যান বলছে গড়িয়াহাট, শ্যামবাজার কিংবা কলেজ স্ট্রিটে দূষণের হার মারাত্মক। সার্বিক দূষণ থামাতে ঐক্যবদ্ধ সর্বদলীয় বিভাগ গড়ে তোলা জরুরি। কারণ ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠে গেছে ধর্মীয় রাজনীতি করণের। দূষণের সঙ্গে ধর্মকে এনে রাজনীতির ময়দান গরম করার প্রচেষ্টাও তীব্র না হলেও শুরু হয়েছে।

কলকাতা মহানগরীর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে বৃদ্ধি ও বিস্তার অব্যহত। সম্পদ বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রমোটিং শিল্পের অব্যহত গতি দূষণের দিক নির্দেশ করছে। সামাজিক ও পরিবেশগত দিক রক্ষা করে সুষম এবং নিরবিচ্ছিন্ন সামাজিক অগ্রগতি সুস্থতার পরিচয়।

অমৃত কথা

কর্মযোগ
কর্মই উপাসনা

শ্রেষ্ঠ মানব কর্ম করিতে পারেন না– কারণ তাঁহার মধ্যে কোনও বন্ধনের ভাব, আসক্তি বা অজ্ঞান নাই। একবার নাকি একটি জাহাজ একচুম্বকের পাহাড়ের কিটদিয়া যাইতেছিল।জাহাজের লোহার স্ক্রু পেরেক নাটবোল্টগুলি আকৃষ্ট হইয়া বাহিরে আসিল এবংজাহাজটি খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল। অজ্ঞানের অবস্থাতেই আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা থাকে,কারণ প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলেই নাস্তিক। যথার্থ আস্তিকা–বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কর্ম করিতে পারেন না।আমরা অল্পবিস্তর নাস্তিক। আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না, তাঁহার প্রতি আমাদের বিশ্বাসও নাই।তিনি আমাদের নিকট কথার কথা মাত্র, অর্থাৎ 'ঈশ্বর' এই শব্দ মাত্র, ইহার বেশি কিছু নন। অনেক সময় আমরা মনে করি যে, তিনি আমাদের অতি নিকট, কিন্তু তারপর আবার পূর্বাবস্থায় পতিত হই।তাঁহার সাক্ষাৎকার হইলে কে কাহার জন্য কর্ম করিবে? ঈশ্বরকে সাহায্য করা। আমাদের ভাষায় একটি প্রসিদ্ধ উক্তি আছে, যাহার অর্থ, বিশ্বকর্মাকে কি শিখাইতে হইবে,কি করিয়া সৃষ্টি করিতেহয়? সুতরাং মানবজাতির মধ্যে তাঁহারাই

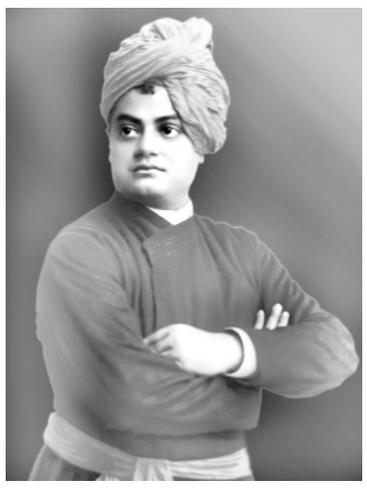

শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা কোন কর্ম করেন না। অতঃপর যখন তোমরা জগৎ সম্বন্ধে এবং ভগবানকে আমরা কিরূপে সাহায্য করিতে পারি,তাঁহার জন্য ইহা করিতে পারি,উহা করিতে পারি ইত্যাদি মূর্খের মতো কথাগুলি শুনিবে,তখন ঐ উক্তি মনে রাখিও।এইরূপ কোন চিন্তাই যেন তোমাদের ভিতর স্থান না পায়। এগুলি অত্যন্ত স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত।তুমি যে সকল কর্ম কর,সবই তোমার নিজের জন্য,এগুলি তোমার নিজের উপকার হইবে বলিয়াই করিয়া থাক।ঈশ্বর এমন কিছু খানায় পড়িয়া যান নাই যে, তুমি বা আমিএকটি হাসপাতাল বা অনুরূপ কিছু নির্মাণ করিয়া তাঁহার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইব।তিনি তোমাকে কর্মের সুযোগ দিয়াছেন।তাঁহার এই বিরাট ব্যায়ামশালায় তোমার পেশীসমূহ চালনা করিবার জন্যই তিনি তোমাকে সুযোগ দিয়াছেন,তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য নয়, তুমি যাহাতে নিজেকে সাহায্য করিতে পার, এইজন্য। তুমি কি মনে কর যে, একটি পিপীলিকাও তোমার সাহায্য ব্যতীত মরিয়া যাইবে? ইহা পুরাদস্তর ঈশ্বরনিন্দা।জগৎ তোমার কোন প্রয়োজনই বোধ করে না।জগৎ চলিতে থাকিবে তুমি এই মহাসমুদ্রে একটি বারিবিন্দু মাত্র।

ফেসবুক বার্তা

নেতাজি কেন হিন্দু ধর্মের সন্ন্যাসী হবে? ফরোয়ার্ড ব্লক নেতাদের বালখিল্য যুক্তি

নির্মল গোস্বামী

খবরে প্রকাশ যে ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতারা সম্প্রতি সৃজিত পরিচালিত ও প্রসেনজিৎ অভিনীত 'গুমনামী' ছবিটি দেখে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তাঁদের বক্তব্য নেতাজি আজীবন ধর্ম নিরপেক্ষ বিপ্লবী ছিলেন। তাঁকে যেভাবে একটি বিশেষ ধর্মের সন্ন্যাসীরূপে দেখানো হয়েছে তাতে হিন্দুত্ববাদীদের হাত শক্ত হবে।

অদ্ভুত বক্তব্য ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতাদের। এই না হলে নেতাজির হাতে গড়া দল। নেতাজির আদর্শে প্রাণিত একটা দল কেন বাংলায় কক্ষে পেল না– তার কারণ খোঁজা গবেষকের পক্ষে কষ্টকর হবে না। বর্তমান ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতাদের রাজনৈতিক মেধার পরিসর দেখেই সহজেই তা আন্দাজ করা যায়। তাদের আপত্তির কারণটা ঠিক পরিষ্কার নয়। নেতাজি বিপ্লবী আপোসহীন সংগ্রামী। তাই পরবর্তীকালে তাঁর সন্ন্যাসী হওয়াতে আপত্তি নাকি একটি বিশেষ ধর্মের মানে হিন্দু ধর্মের সন্ন্যাসী হওয়াতে আপত্তি তা ঠিক পরিস্কার বোঝা গেল না। তিনি যদি বৌদ্ধ লামা বা খ্রিস্টান পাদ্রী অথবা মুসলমান ফকির হতেন তা হলেও কি আপত্তি হতো? বোধহয় হতো না। এই কথা বলছি এই জন্য যে আমাদের দেশের বামপন্থীরা তাদের জন্মলগ্ন হতে ১০০ বছর ধরে আজ পর্যন্ত হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করে এসেছে অন্ধভাবে। আর ফরোয়ার্ড ব্লক দলটি স্বাধীনতার পর থেকেই বামপন্থীদের ছত্রছায়ায় লালিত পালিত হয়ে এসেছে। তাই তাদের বামসুলভ চারিত্রিক শুদ্ধতা বজায় রাখতে হলে হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করতেই হবে। তাই তাদের পথ প্রদর্শক নেতাজির শেষ পরিণতি একজন হিন্দু সন্ন্যাসী এটা নৈব নৈব চ। এখানে কতটা সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেল। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নেতাজির পক্ষে সন্ন্যাসী হয়ে ভারতে অবস্থান করা কতটা বাস্তবোচিত তার পক্ষে–বিপক্ষে যুক্তি নেই। মুখার্জি কমিশনের সামনে সাংবাদিক শঙ্খচূড় ঘোষ গুমনামী বাবার পক্ষে যে যুক্তি এবং সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করেছে তা অকাট্য। তাই তাকে খণ্ডন করা উচিত ছিল ওই দলের নেতাদের। তারা কোনও যুক্তি ধার

দিয়ে গেলেন না। নেতাজি হিন্দু সন্ন্যাসী এটা হজম করা তাদের পক্ষে কষ্টকর। একদা বামপন্থীরা যেমন নেতাজিকে 'কুইসলিন' বলে গালাগাল দিয়েছিল নেতাজি সন্ন্যাসী বেশে আত্মপ্রকাশ করলে মনে হয় ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতারা তাঁকেও গালাগাল দিয়ে বর্জন করতেন।

যাই হোক আমার নিবন্ধের বিষয় নেতাজি নয়। গুমনামী বাবা নেতাজি ছিলেন কিনা তা প্রমাণ করতেও কলম ধরিনি। আমার উদ্দেশ্য হল বাংলার তামাম বামপন্থী দল– ফরোয়ার্ড ব্লক সহ হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে কতটা অজ্ঞ এবং তাদের অন্ধধর্ম বিরোধিতার স্বরূপ উন্মোচন করা।

গুমনামী বাবা ও নেতাজি সম্পর্কে তাদের সমালোচনায় এই হিন্দু ধর্ম বিরেরাধিতার সুর আর একবার বড় বিশ্রী ভাবে কানে বাজল।

এখন কথা হল নেতাজি তর্কাতীতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন– এটা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু তাই বলে কি তাঁর নিজের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ছিল না? তিনি কি হিন্দু ধর্মের বিরোধী ছিলেন? তাঁর লেখাজোকায় বা বক্তৃতায় তেমন কোনও প্রমাণ মেলে নি।

আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হল কেউ যদি নিজ ধর্মে বিশ্বাস রাখে তাহলে কি সেই ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না? ধর্মনিরপেক্ষ হতে গেলে কি নিজেকে নাস্তিক হতে হবে?

নেতাজি তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোথায় কোনও বিশেষ ধর্মকে প্রাধান্য দেন নি। তাই তাঁকে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ বলি। বাংলার শত সহস্র বিপ্লবী শহিদরা স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন সে বিষয়ে তর্ক করা চরম মুর্খামী। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মে প্রচণ্ড বিশ্বাসী ছিলেন।

বামপন্থীরা বোধহয় তাড়াতাড়ি ইতিহাস ভুলে যায়। তা না হলে ভুলে যাওয়ার কথা নয় যে বাংলায় দেশাত্মবোধের সূচনা হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের হাত ধরে। বাংলার তরুণেরা দেশ মাতৃকার জন্য ফাঁসির মঞ্চে হাসতে হাসতে জীবন বলিদান দেবার আত্মশক্তির প্রেরণা পেত গীতা থেকে। বিপ্লবীরা গীতাকে বালিশের তলায় রেখে ঘুমাতো। আর গীতা হল হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ। স্বামীজি ১৮৯৭ সালে কলকাতায় ফিরে বলেছিলেন ভারত ৫০ বছর পরে স্বাধীন হবে। তাঁর ভবিষ্যত বাণী মিলে গিয়েছিল। তাই স্বামীজির আহ্বানে ভারতে যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হল তা ছিল হিন্দু ধর্ম ওরিয়েন্টেড। আর এ দেশের মুসলমানরা তাই সেই দেশাত্মবোধের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে নি বা তাদের মৌলবাদীরা তা মেনে নিতে পারে নি। তাই বোধ হয় দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ হল। হিন্দ ওরিয়েনটেড দেশাত্মবোধের বিকাশ ঘটলেও তাতে কিন্তু ধর্মীয় বিভেদ বা বিভাজন ছিল না।

অন্য কোনও ধর্মের প্রতি ঘৃণা করা বা বিদ্বেষও ছিল না। কারণ বিবেকানন্দের ধর্ম ছিল উদার মুক্ত। সর্ব ধর্মের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁর গুরু শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ দেবের কাছে তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাই বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধের ধারণার মধ্যে ধর্মীয় ভেদভাব ছিল না। এদেশের মুসলিমরা বুঝতে ভুল করেছিল। যেমন বুঝতে ভুল করেছিল এবং আজও করে চলেছে আমাদের বামপন্থীরা। তারা ইউরোপের রিলিজিয়ন আর আমাদের দেশের ধর্মকে এক করে গুলিয়ে ফেলেছে। তারা ধর্মকে 'আফিম' বলে যেমন দূরে থেকেছে তেমনি ভারতের মানুষ বামপন্থীদের 'ইয়াবা' মনে করে দূরে সরিয়ে রেখেছে। তাই শতবর্ষের পথ চলেও ভারতীয় রাজনীতিতে আজ তারা ব্রাত্য হয়ে পড়েছে। আর হিন্দুত্বের ধ্বজা উড়িয়ে একটি দল ভারতবর্ষের ক্ষমতা দখল করেছে। তবুও বামেদের শীত ঘুম ভাঙার নয়।

ভারতের সনাতন ধর্মের মর্মবাণীকে বুঝতে অপরাগ হয়েছে বামপন্থীরা। সনাতন হিন্দু ধর্মের সার কথা হল অনিত্য থেকে নিত্যে যাওয়া। ধর্ম সাধনার অর্থ হল জীবন সাধনা। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগত এবং অতিন্দ্রিয় জগত উভয় জগতের রহস্য উদঘাটন করাই হল সম্পূর্ণ জীবন চক্র। তাই তো যারা সর্ব ত্যাগী বিপ্লবী তারাই পারে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হতে। ইহ জগতে সার্থক ব্যক্তি সহজেই আকৃষ্ট হয় ব্রহ্মের প্রতি।

আমাদের অনেকেরই ধারণা আছে যে সংসার প্রতিপালনে ব্যর্থ ব্যক্তিরাই সংসার ত্যাগ করে সাধু হয়। দুচার জন এমন নকল সাধু যে নেই তাও নয়। কয়েকদিন আগে একটা খবর বের হল। কোনও এক স্থানে ১০০ জন সাধু সমাবেশ ঘটেছিল। তাদের মধ্যে ৯০ জনই মাস্টার ডিগ্রিধারী। ৩০ জন পিএইচডি করা। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে উচ্চ আধার না হলে উচ্চ চিন্তা করা যায় না। উচ্চ আধার ব্রাহ্মণ ব্যক্তিরাই পারে জাগতিক কমনা বাসনা ত্যাগ করে বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে সামিল হতে। অগ্নি যুগের বিপ্লবীরা সকলেই সেই উচ্চ আধারের মানুষ ছিলেন। যে শক্তি রাজ শাসনের শৃঙ্খল ছিঁড়তে পারে সেই শক্তিকে কেউ যদি ঈশ্বর মুখী করে তোলে তাহলে সহজেই তিনি সেই পথে সফল হতে পারেন।

বাংলার ইতিহাসকে একটু জানলে ভ্রম কেটে যায়। ১৮৬৬ সালে মেডিকেল কলেজে ছাত্র আন্দোলনের নেতা ছিল বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী। বিদ্যাসাগর মশাই সেই আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। সেই ছেলে পরবর্তী জীবনে জগতের সদ্‌গুরুদের অন্যতম হলেন। পুরুলিয়া এক সম্পন্ন পরিবারের ছেলে। সাংবাদিক, কবি সমাজ সেবক নেতাজির একনিষ্ঠ ভক্ত। দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর আশ্রমে হাজার হাজার মানুষ খাদ্য পেত। সেই কর্মকাণ্ড দেখতে স্বয়ং নেতাজি গিয়েছিলেন। ইংরেজরা তাঁকে চাবুক মেরে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে পাঁচ কিলোমিটার পথ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিল। তবুও তাঁকে শায়েস্তা করতে পারেনি। তিনি হলেন স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী। তাঁর গুরু কিরণ চাঁদ দরবেশজি। যিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। এই অসীমা নন্দ সরস্বতীর এক শিষ্য যিনি প্রথম জীবনে বিপ্লবী ছিলেন। তিনি কলকাতায় গীতা প্রচারক মণ্ডলীর স্রষ্টা। তাঁর শিষ্যরা বর্তমানে প্রতি বছর ত্রিকোণ পার্কে দুমাস ব্যাপী গীতা জয়ন্তী অনুষ্ঠান করে। তিনি হলেন স্বামী দেবানন্দ সরস্বতী। ঋষি অরবিন্দের কথা না জানা নয়। তিনিও সশস্ত্র বিপ্লবের গান গেয়েছিলেন। জেলে তাঁর ঈশ্বর দর্শন ঘটল। তিনি জ্যোর্তিময় পুরুষের টানে ঋষি হলেন। আর নেতাজি প্রথম থেকেই বিবেকানন্দকে জীবন স্বামী হিসাবে মেনে ছিলেন মনে প্রাণে। তাঁর প্রেরণাতেই তিনি বিপ্লবী তাঁর প্রেরণাতেই তিনি সন্ন্যাসী। তিনি এ যুগের একলব্য। গুরুর সাক্ষাত না পেয়েই সিদ্ধলাভ করেছিলেন। নেতাজির এই পরিবর্তনে অস্বাভাবিকতা আছে বাম ফরোয়ার্ড ব্লক নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে।

দুঃস্থদের শীতবস্ত্র ও কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুস্তক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কালীপুজো ও আসন্ন শীত উপলক্ষ্যে দুঃস্থদের শীতবস্ত্র ও শাড়ি এবং ক্যানিং মহকুমা এলাকায় বিতরণ করলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার তাঁতকলপাড়া সর্বজনীন শ্যামাপুজো কমিটি। ১৫তম কালীপুজো উপলক্ষ্যে সোমবার সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ৮৫ জন দুঃস্থর হাতে কম্বল, ২৫ জন দুঃস্থ মায়েদের শাড়ি, ১৫ জন দুঃস্থ শিশুদের জামাপ্যান্ট এবং ক্যানিং থানা এলাকার বিভিন্ন মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫০ জন কৃতির হাতে পুস্তক তুলে দেন।

এদিন এমন মানবিক উদ্যোগে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, প্রাক্তন মন্ত্রী সুভাষ নস্কর, জেলাপরিষদের বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ শৈবাল লাহিড়ী, বিশিষ্ট শিক্ষক ধীমান নস্কর, ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি শ্যামলেন্দু মণ্ডল সহ বিশিষ্টরা।

গুসকরা পুরসভার সাফাই কর্মী ভালো মানুষ গৌরীশঙ্করের সততায় এবার মুগ্ধ শহরবাসী

দেবাশিস রায়, কাটোয়া : অনেকদিন ধরেই শহরবাসীর কাছে তিনি একজন পরোপকারী ভালো মানুষ রূপে পরিচিত। এবার সামনে এল তাঁর সততার নজির। পুরসভার সামান্য একজন সাফাই কর্মী তাঁর দারিদ্র্যের বেড়াজালের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও যে নিজের আদর্শ থেকে এতটুকুও বিচ্যুত হতে চাননি তিনি এবারের ঘটনায় ফের প্রমাণ করে দিলেন।

পূর্ব বর্ধমান জেলার গুসকরা পুরসভার সাফাই কর্মী তথা শহরেরই মস্তানপাড়ার বাসিন্দা গৌরীশঙ্কর সাউ দীপাবলির দু'দিন আগে রাস্তায় কয়েক হাজার নগদ টাকা সহ একটি পার্স কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। একইসঙ্গে মোট আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যের দু'টি ওয়াই–ফাই ক্রেডিট কার্ড ও দু'টি ডেবিট কার্ডও ছিল সেই পার্সে। কিন্তু, এসবকিছুই তিনি

গুসকরা পুরসভার সাফাইকর্মী গৌরীশঙ্কর সাউ

তুলে দিলেন প্রকৃত প্রাপকের হাতে। সেইসঙ্গে এলাকার এতদিনের ভালো মানুষ গৌরীশঙ্কর সাউ এবারে সততার নজির স্থাপন করলেন। তাঁকে নিয়েই এখন গুসকরা শহরজুড়ে ফের চর্চা শুরু হয়েছে। এদিকে শহরেরই ব্যবসায়ী যুবক সমরেন্দ্র সামন্ত তাঁর হারিয়ে যাওয়া সমস্ত টাকা সহ অত্যন্ত মূল্যবান ওয়াই–ফাই ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড ফিরে পেয়ে সততায় মুগ্ধ হয়ে গৌরীশঙ্কর সাউকে নগদ অর্থে পুরস্কৃত করেছেন।

বয়সে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ পড়লেও মনেপ্রাণে এখনও তরতাজা গৌরীশঙ্কর সাউ। নিজের পরিবারের সকলকে হাসিখুশি রাখার জন্য উদয়াস্ত কঠিন পরিশ্রম করার মধ্যেও সততার পথে চলা এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবিচল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পুরসভার একজন সামান্য সাফাই কর্মী হলেও গৌরীশঙ্কর সাউকে শহরের প্রতিটি প্রান্তের মানুষ চেনে। মিষ্ট ব্যবহার, পরোপকারী মনোভাব আর নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনেই এই সাফাই কর্মী শহরজুড়ে সাধারণ মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। এবারে তাঁর সততার নিদর্শনেও শহরবাসী মুগ্ধ ও গর্বিত।

গুসকরা শহরের কলেজ মোড়ের বাসিন্দা সমরেন্দ্র সামন্ত বুধবার সন্ধ্যায় টেলিফোনে আলিপুর বার্তাকে বলেন, গত শুক্রবার রাতে আমার ব্যবসার কয়েক হাজার নগদ টাকা এবং প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যের দু'টি ওয়াই–ফাই ক্রেডিট কার্ড ও দু'টি ডেবিট কার্ড সহ একটি পার্স রাস্তায় হারিয়ে গিয়েছিল। সেটি গৌরীশঙ্কর সাউ কুড়িয়ে পাওয়ার পর একজন ওষুধ বিক্রেতার মাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং সবকিছুই ফিরিয়ে দেন। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। এমন একজনের সততায় মুগ্ধ হয়ে আমি তাঁর হাতে পুরস্কার স্বরূপ ১০০০ টাকা তুলে দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমাদের সকলের কাছেই গৌরীশঙ্কর সাউ একজন ভালো মনের ও সৎ মানুষ। এই সমাজে এমন মানুষের যথেষ্টই অভাব রয়েছে।

পাঠকের কলমে

এনআরসি বনাম বর্তমান রেশন কার্ড

নাগরিক পঞ্জি ইংরাজিতে এনআরসি। এই এনআরসি নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কথা বলছেন, কেউ বলছে এনআরসি বাংলায় চালু হবেই, কেউ বলছে এনআরসি বাংলায় চালু করতে দেব না। যারা এনআরসি চালু করবে বলছে তাদের হাতে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আছে। যারা বলছে বাংলায় এনআরসি চালু করতে দেব না তারা বর্তমানে এই রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় আছে। অর্থাৎ ক্ষমতা বনাম ক্ষমতার লড়াই হচ্ছে। সাধারণ মানুষ ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। মানুষ ছুটছেন রেশন কার্ড তৈরি করাতে বা রেশন কার্ডে ভুল ভ্রান্তি ঠিক করাতে। আবার রেশন অফিসগুলোতে বর্তমানে রেশন কার্ড সংক্রান্ত সব কাজ বন্ধ, যা হচ্ছে শহরের বরো অফিসগুলোতে। সেইখানেও বিপত্তি যেমন একটি নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত কাজ হবে, তারপর সব বন্ধ অযথা মানুষ হয়রানির শিকার হচ্ছেন। যাহারা বরো অফিসগুলোতে ভিড় করছেন তাহারা জানেন কি বর্তমানে কেন্দ্র সরকারের দেওয়া তিন রকম রেশন কার্ড এএওয়াই, পিএইচএইচ, এসপিএইচএইচ আর রাজ্য সরকারের দেওয়া দুরকমের রেশন কার্ড RKSY (i), RKSY (ii) যেটা সাদা দেখতে। বেশি ভাল কার্ড আছে যাতে আপনার বাড়ির ঠিকানা লেখা নেই অনেক ভুল ভ্রান্তি আছে। যেমন বানান, পদবী, কর্তা, বয়স এই কার্ডগুলোতে কোথাও আপনার ছবি নেই এবং আপনার সই করার জায়গা নেই বা আপনি নিজের কার্ডের সই করতে পারবেন না। অর্থাৎ যে কোনও জায়গায় অপাঠ্য রাম নামে রেশন কার্ডটি আপনার বা রহিম নামে রেশন কার্ডটি আপনার বলতে পারবেন না। বা প্রমাণপত্র হিসাবে গ্রহণ যোগ্য হবে না। এই কার্ডগুলো সরকার দিয়েছে আপনাদের ন্যুনতম দামে চাল গম পাবার জন্য। যারা বরো অফিতে না রেশন অফিসে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে নতুন রেশন কার্ড করাতে চান বা ভুল ভ্রান্তি ঠিক করাতে চান স্রেফ চাল গম পাবেন বলে, তারা রেশন কার্ড করুন দেখবেন একটা সময় কোনও শেষ তারিখ কারন শেষ তারিখের পর যদি একটা বাচ্চা জন্মায় তাহলে কি সে রেশন কার্ড পাবে না? নিশ্চয় তাকে নতুন রেশন কার্ড দিতে হবে তার মানে আবার চালু হতে হবে। যারা নতুন ভাবে রেশন কার্ড পেতে চান তারা ৩ নম্বর ফর্ম, যারা মাত্র দুটো কার্ড পেয়েছে পরিবারের অন্যদের জন্য ৪ নম্বর ফর্ম, যারা ভুল ভ্রান্তি ঠিক করতে চান তারা ৫ নম্বর ফর্ম, যারা ঠিকানা পরিবর্তন করতে চান ছয় নম্বর ফর্ম যারা কার্ড পেয়েছে কিন্তু রেশন নিতে চান না তারা ৭ নম্বর ফর্ম যারা সাদা কার্ড পেয়েছে অর্থাৎ RKSY(ii) বেশি দামের চাল গম তারা কম দামের চাল, যারা ৮ নম্বর ফর্ম যাদের কার্ড ছিড়ে গিয়েছে বা হারিয়ে গেছে তারা ৯ নম্বর ফর্ম পূরণ করুন।

শ্যামল কুমার দাস, চেতলা

উৎসব নির্বিঘ্নে কাটল কী?

উৎসবের মরসুম মোটামুটি শেষ। দুর্গাপুজো, কালীপুজো শেষ। তবে এখনও রেশ রয়ে গিয়েছে ছট পুজো ও জগদ্ধাত্রী পুজোর। মোটের ওপর বলা চলে পুজো নির্বিঘ্নে কেটেছে। বিশেষ করে দুর্গাপুজোয় কলকাতা ও অন্যান্য শহরগুলিতে ট্র্যাফিক ম্যানেজমেন্টে পুলিশকে লেটার মার্কস দিতেই হবে। কিন্তু ডেঙ্গু এরমধ্যেই উৎসবের আবহকে বানচাল করতে দাঁতনখ খিঁচোতে শুরু করেছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পুরসভার আত্মতুষ্টিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়। অন্যদিকে কালীপুজোতেও শব্দবাজি প্রাণ কেড়েছে দুই কলকাতাবাসীর। তার মধ্যে একজন শিশু। এসব দিকে আগামীতে নজর দিতেই হবে পুলিশ ও প্রশাসনকে। তবে গিয়েই বলা যাবে উৎসব মরসুম সর্বাত্মক সফল।

পাঁচুগোপাল দত্ত, বারুইপুর

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

ফোঁটা নেওয়া হলো না

অভীক মিত্র : চারবছর পরে বোনের কাছে ভাইফোঁটা নিতে আসার পথে ময়ূরেশ্বর থানার আমড়া গ্রামে মঙ্গলবার দুপুরে বালিবোঝাই ডাম্পারের ধাক্কায় মারা গেলো সিভিল ইঞ্জিনিয়ার অনুপ ঘোষ। বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়। পাটনায় বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করতেন। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পুলিশ ডাম্পারটিকে আটক করলেও চালক পলাতক। লাছিয়াতোড় গ্রামে রামপুরহাটগামী একটি বেসরকারি বাস উল্টে জখম হলো সাতেরোজন যাত্রী। স্থানীয়রা উদ্ধার করে জখমদের চিকিৎসার জন্য মল্লারপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠায়। চালক ও খালাসী পলাতক। ২৫শে অক্টোবর বোলোরো মোটরবাইক সংঘর্ষে মারা গেলো ভুরকুনা গ্রামের রোহিতকুমার মন্ডল। ২২শে অক্টোবর মেলানপুরে পিকআপ ভ্যান উল্টে জীবন বাগ্দী এবং চালক মারা যায়।

ছাইপুকুরে ডুবে মৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৩ অক্টোবর বিকালে খেলতে খেলতে কচুজোড় গ্রামের তিন শিশু বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের খোলামুখ ছাইপুকুরে চলে গেলে পুকুরে তলিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা দুইজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ছয়বছরের সাথী পালকে মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসকরা। বাবা সাধন পাল টেলারিং–এর দোকান করে। অসুস্থ চয়ন সূত্রধর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাঁচাতে গিয়ে জখম স্থানীয় যুবক রীতেশ কর্মকার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ২৪শে অক্টোবর সকালে রাজীব পালের মৃতদেহ উদ্ধার করে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর। বাবা কানাই পাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে চাকরি করে। সাধন এবং কানাই দুইভাই। ২০১৭ সালে তৈরি হয় এই ছাইপুকুরটি। কিন্তু নেই কোনো নিরাপত্তারক্ষী এবং গার্ডওয়াল। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

গোষ্ঠী সংঘর্ষে মৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি: জাল সোনার কয়েন নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মঙ্গলবার ভ্রমরকোল গ্রামপঞ্চায়েতের কল্যাণপুর গ্রামে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেলো তৃণমূলকর্মী শেখ ইসকন। বুধবার কল্যাণপুর গ্রাম থেকে চল্লিশটি বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ পিকেট। বারোজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ছয়জনকে ছয়দিনের পুলিশ হেপাজতে এবং বাকি ছয়জনের চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

ভোলবদল উদয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি: হাটসেরান্দী গ্রামে ছেলেকে বাচাঁতে গিয়ে ২১শে অক্টোবর তৃণমূলের গুলিতে মারা গেলো শঙ্করী বাগ্দী। শঙ্করীর ছেলে উদয় বিজেপি কর্মী বলে এলাকায় পরিচিত। জখম পাঁচজন বোলপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মন্ডলের আদিবাড়ী হাটসেরান্দী গ্রামে। জখমদের দেখতে হাসপাতালে যান বিজেপি জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল, প্রাক্তন সাংসদ অনুপম হাজরা। ২২শে অক্টোবর মৃত শঙ্করী বাগ্দীকে শ্রদ্ধা জানান তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক সুদীপ্ত ঘোষ। এরপর নিজের পরিবারকে তৃণমূল সমর্থক বলে দাবি জানায় মৃতের ছেলে উদয় বাগ্দী। পুলিশ মঙ্গলা বাগ্দীকে গ্রেপ্তার করেছে। বোলপুর আদালতে তোলা হলে ধৃতকে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

বৃদ্ধের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবিবার গোরু চড়াতে গিয়ে বাশঁলৈই নদীতে তলিয়ে যায় এক বৃদ্ধ। সোমবার নদী থেকে বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম বামাচরণ মাহারা বাড়ি ডালিম্বা গ্রামে। বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে নেমে শ্যামবাটি ক্যানেলে তলিয়ে গেলো বোলপুর তারাশঙ্কর বিদ্যাপীঠের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র দীপঙ্কর মন্ডল। পরে দীপঙ্করের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। বাড়ি বোলপুর পুরসভার মকরমপুরে। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। দুবরাজপুর গ্রামীণ হাসপাতালের ডাস্টবিন থেকে সদ্যোজাত পুত্রসন্তান উদ্ধার হলো। কান্নার আওয়াজ পেয়ে হাসপাতালের কর্মীরা উদ্ধার করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দুবরাজপুর থানার পুলিশ।

বিক্ষোভে উত্তাল দুই অঙ্গনাওয়াড়ি কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৬ অক্টোবর নিম্নমানের খাবার দেওয়ার প্রতিবাদে মির্জাপুর অঙ্গনাওয়াড়িকেন্দ্রে সহায়িকা ও দিদিমনিকে তালা দিয়ে বিক্ষোভ দেখালো স্থানীয় বাসিন্দারা। পুরানো চাল, লবন দিয়ে রান্না করা এবং দিদিমনির দুব্যর্বহারের অভিযোগে ১৯শে অক্টোবর সকালে চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েতের নারায়ণপুর ডোমপাড়া অঙ্গনাওয়াড়িকেন্দ্রে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখালো স্থানীয় বাসিন্দারা। দুবরাজপুর পঞ্চায়েতসমিতির সভাপতি, তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি এসে তালা খুলে বিক্ষোভকারীদের কথা শোনে। অঙ্গনাওয়াড়িকেন্দ্র থেকে সময়সীমা পেরোনো মালগুলি বের করে পাশের স্থানীয় ক্লাবে রাখা হয়। রান্না দেখভালের জন্য পাঁচজনের কমিটি গঠন করা হয়।

নৃশংস হত্যা সিপিএম নেতাকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাসাপাড়ার সিপিএম নেতা বিমা এজেন্ট সুভাষচন্দ্র দে'কে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগে খোয়াজ–মহম্মদপুর গ্রাম থেকে সোনালী বিবি এবং তার স্বামী শেখ মরিয়মকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মাথায় লোহার রড দিয়ে মেরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে দেহ টুকরো টুকরো করে বাশঁবাগানে কিছু অংশ এবং বাকি অংশ চটের বস্তায় ভরে অজয় নদে ফেলে দেয় মরিয়ম বলে জানা গিয়েছে। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সোনালীর বিবাহবহিভূত সর্ম্পকের জেরে এই খুন বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। বাসাপাড়া ডিএড কলেজের সামনে থেকে সিপিএম নেতার মোটরবাইক উদ্ধার করে পুলিশ। মোবাইল টাওয়ারের লোকেশন থেকে নিখোঁজ সিপিএম নেতার খোঁজ পায় পুলিশ। ২০০০ সালে সুচপুর গণহত্যার অভিযুক্ত ছিলেন যদিও পরে উচ্চ আদালতের রায়ে বেকসুর খালাস পান সুভাষচন্দ্র দে।

ছেলেধরা গণপিটুনি রনক্ষেত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি – ছেলেধরা সন্দেহে সিউড়ি হাটজনবাজারে চারচাকা গাড়িতে ভাঙচুর এবং দুই মহিলাসমেত পাঁচজনকে গণপিটুনি দিলো উত্তেজিত জনতা। স্থানীয়দের অভিযোগ, পাঁচজন একটি বাচ্চাকে মিষ্টি খাইয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলো। পুলিশ উদ্ধার করতে গেলে উত্তেজিত জনতার সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়। পরে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পাঁচজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছে।

এটিএম লুঠের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোপাই গ্রামের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এটিএম ভেঙে টাকা লুঠের চেষ্টা করলো দুষ্কৃতীরা। ঘটনা জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ।

লক্ষ্মীমেলা জমজমাট

নিজস্ব প্রতিনিধি – লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে মেলা বসে বীরভূম জেলার বিভিন্নপ্রান্তে। গোড়শা গ্রামের পূর্ব এবং পশ্চিমপাড়ার লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে বসে মেলা। ঝাড়খন্ডের মানুষজন মেলা দেখতে আসে। ঘোষগ্রাম লক্ষ্মীপুজোর জন্য বিখ্যাত। লাউজোড় গ্রামে বসে লক্ষ্মীমেলা।

বিজেপি কর্মীকে মারধর অভিযোগ শাসক দলের দিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: গোসাবায় এক বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধোরের ঘটনায় নাম জড়ালো স্থানীয় শাসক দলের নেতৃত্বদের।আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর নাম কমল হালদারের ছেলে দেবজ্যোতি হালদার।ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা ব্লকের বিপ্রদাসপুর গ্রামপঞ্চায়েতের মন্মথ নগর এলাকায়। অভিযোগ, গত গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্দলের প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে লড়াই করেছিলেন। এমনকি জয়ীও হন কমল হালদার। এরপর তিনি বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় শাসক দলের কাছে চক্ষুশূল হয়ে যান।গত ২০ অক্টোবর স্থানীয় এলাকায় এক ঝামেলা কে কেন্দ্র করে কমল বাবু থানায় শাসক দলের বেশ কয়েকজন কর্মী সমর্থকদের নামে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। আর সেই আক্রোশে এদিন বেশ কিছু তৃণমূল কর্মী সমর্থক আচমকা কমল হালদারের ওপর চড়াও হয়ে তার ছেলে দেবজ্যোতি কে লাঠি,রড দিয়ে বেধ.ক মারধোর করে বলে অভিযোগ কমল হালদারের। কোনও মতে সেখান থোকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচে দেবজ্যোতি। পরে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা তাকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য। এবিষয়ে ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর নিকট একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। আক্রান্ত বিজেপি কর্মী সমর্থকের ভাই ঋষভ হালদার। যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি। অন্যদিকে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উদ্বোধন হল চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর গাইড ম্যাপ

মলয় সুর, হুগলি : চন্দননগর কমিশনারেটের উদ্যোগে চন্দননগর ঐতিহাসিক স্ট্যান্ডে জগদ্ধাত্রী পুজোর গাইড ম্যাপ উদ্বোধন হল বৃহস্পতিবার (৩১ অক্টোবর) সন্ধ্যায়। এদিন ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলির পুলিশ কমিশনার ডঃ হুমায়ুন কবীর, এস পি–১ পলাশ চন্দ্র ঢালি, মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত, কাউন্সিলার শুভজিৎ সাউ, প্রাক্তন মেয়র রাম চক্রবর্তী, পুলিশ আধিকারিক সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, ডি সি ট্রাফিক হরেকৃষ্ণ হালদার, চন্দননগর পুরনিগমের কমিশন স্বপন কুণ্ডু প্রমুখরা।

এবার এই গাইড ম্যাপটির উদ্বোধন করেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। এবারের পুজোয় ১১টি পুলিশেরী সেক্টর থাকছে। সঙ্গে থাকছে একজন করে অফিসার ইন চার্জ। চন্দননগরের গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল জায়গায় ৪টি ড্রোন ক্যামেরা ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে সমস্ত বারোয়ারিগুলি রাস্তায় পুজো করছে।

পুলিশ কমিটি সেই সমস্ত পুজো কমিটিকে বুঝিয়ে রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে পুজোর ব্যবস্থা করেছে। পুজোর দিনগুলি যানবাহনের বিকাল ৫টা থেকে পরের দিন সকাল ৭টা পর্যন্ত নো এন্ট্রি থাকছে। এন্ট্রি পাস ছাড়া কোনও যানবাহন শহরে প্রবেশ করতে পারবে না। সারা চন্দননগর ও পাশ্ববর্তী ভদ্রেশ্বর এবং মানকুণ্ডুতে ২০০টি সিসি টিভি দিয়ে মুড়ে ফেলা হচ্ছে। ১৫০টি বায়ো টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৫০০ জন মহিলা পুলিশ কনস্টেবল ও ২০০ জন সাদা পোশাকের পুলিশ থাকছে। এক হাজার হোমগার্ড থাকছে। ২টি হেল্প লাইন নম্বর রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। এই পুজোতে বহিরাগত শিশুরা যাতে হারিয়ে না যায় তার জন্য ১৫ হাজার ব্যাজের ব্যবস্থা থাকছে। গোলন্দপাড়া বন্ধ জুট মিলের ২০০ জন শ্রমিক পরিবারদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। পুলিশের তরফে বৃদ্ধদের চা বিস্কুট খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জয় সংঘের মন্ডপে পুরস্কার বিরতণী

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্যানিং জয়দেব পল্লীর জয় সংঘের ৫০ তম বর্ষের কালী পুজোয় পুজোর দিন ম্যারাথন দৌড়, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা,যেমন খুশি তেমন সাজো সহ বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বুধবার রাতে জয় সংঘের পুজো মন্ডপ প্রাঙ্গণের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীদের পুরষ্কার দেওয়া হয়। পুরষ্কার মঞ্চ থেকে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী প্রতিযোগিদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জেলা যুব সভাপতি শওকত মোল্লা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম সদস্য সৈদুল ইসলাম সরদার,ক্যানিং ১ ব্লক যুব ভাপতি পরেশ রাম দাস,ক্যানিং ২ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি শোয়েব সেখ সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। উল্লেখ্য এদিন রাতের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে এলাকার প্রায় ১৫০ দুঃস্থ মানুষের হাতে বস্ত্র এবং দুঃস্থ ও রোগগ্রস্থ ৫ জন অসহায় মানুষকে চিকিৎসা বাবদ নগদ অর্থ তুলে দেন জয় সংঘের সদস্যরা। জয় সংঘের সভাপতি বিশ্ব দাস বলেন, পঞ্চাশ তম বর্ষের কালী পুজো আমরা যে ভাবে দরিদ্র অসহায় মানুষজনদের প্রতি সামান্য তম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি,আগামী বছর থেকে পুজোর বাজেট কাটছাঁট করে কমিয়ে দিয়ে আরো বেশী সংখ্যক অসহায় মানুষের পাশে সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাঁদের পাশে থাকবো।'

প্রাত:ভ্রমণে বেরিয়ে বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে বাইক এর ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃতের নাম লক্ষ্মী বণিক(৭৪)। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার ভোরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার তালদি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার কালীতলার সাতভাই পাড়ায়।স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে গত দু–একদিন আগে থেকে হাল্কা শীত অনুভব করায় প্রতিদিনই ভোর বেলায় অন্যান্য প্রতিবেশীদের সাথে প্রাতঃভ্রমণে বের হতেন লক্ষ্মী দেবী। এদিন তিনি একাই বেরিয়েছিলেন প্রাতঃভ্রমণে। তিনি যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন সেই মুহূর্তে কালীতলা সাতভাই পাড়া সংলগ্ন এলাকায় একটি বাইক দ্রুতগতিতে পিছন থেকে বৃহস্পতিদেবী কে ধাক্কা মারলে তিনি রাস্তার উপর লুটিয়ে পড়েন। এদিকে বাইক চালক বাইক ফেলে রেখে চম্পট দেয়।স্থানীয় লোকজন দুর্ঘটনার খবর পেয়ে লক্ষ্মী দেবীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা বৃহস্পতি দেবী কে মৃত ঘোষণা করেন। লক্ষ্মী দেবীর মৃত্যুর খবর তার বাড়িতে পৌঁছালে শোকে ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকজন। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে দুর্ঘটনা গ্রস্থ বাইকটি আটক করে চালকের খোঁজে এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।

আক্রান্ত মন্ডপ, এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাতের অন্ধকারে কালীপুজোর একটি মন্ডপ, প্রতিমা এবং লাইট ভাঙচুরের অভিযোগ উঠলো স্থানীয় বেশকিছু দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। দুষ্কৃতীদের তান্ডবে মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার মাতলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্যানিং বাজার সংলগ্ন ৭ নম্বর দিঘীরপাড় এলাকার মহিলা পরিচালিত উদয় সংঘের পুজো মন্ডপে।

ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে বুধবার সকালে ঘটনাস্থলে ক্যানিং থানার পুলিশ গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, মঙ্গলবার রাত প্রায় ১১ টা পর্যন্ত ওই পুজো মন্ডপে উপস্থিত ছিলেন আয়োজক কমিটির লোকজন।রাতে সকলে বাড়িতে চলে গেলে দুষ্কৃতীরা তান্ডব চালিয়ে মন্ডপ,লাইট,ঠাকুরের বেশকিছু অংশ ভাঙচুর করে তছনছ করে জেনারেটর উল্টে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। উদয় সংঘের সদস্য উমা দাস এ বিষয়ে ক্যানিং থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন একজন যুবক ।আহত যুবকের নাম বিশ্বজিত নাইয়া। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার ক্যানিং–হেড়োভাঙা রোডের পরাণীখেকো এলাকায়।

গুরুতর জখম অবস্থায় আহত যুবক ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে কালী ঠাকুর প্রতিমা বিসর্জনের জন্য প্রতিমা নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিশ্বজিত নাইয়া। সেই আচমকা একটি বাইক দ্রুতগতিতে বিশ্বজিত কে ধাক্কা মারলে রাস্তার উপর পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হন। স্থানীয়রা আহত যুবক কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন।

অন্যদিকে স্থানীয় লোকজন বাইক চালককে বেধড়ক মারধোর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। বিশ্বজিতের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন।

বাটায় রূপা গাঙ্গুলীর সভা

দীপক ঘোষ : খুব সম্প্রতি বাটা মোড়ে রূপা গাঙ্গুলী সভা করলেন। আশুতি থেকে মোল্লার গেট পর্যন্ত 'সংকল্প যাত্রা' শেষ হয় দুপুরে। রাস্তার দুধারে অসংখ্য মানুষের উচ্ছাস সংকল্প যাত্রাকে উৎসাহ যোগায়।

বাটা মোড়ের সভায় বক্তব্য রাখেন উমেশ আনন্দ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সদস্য শ্যামপদ হালদার মথুরাপুর এর ও বি সি সভাপতি ও সাংসদ রূপা গাঙ্গুলী। সভার উপস্থিত ছিলেন ডা. তরুণ ??, সবিতা চৌধুরী, সুধীর চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে। এই সভায় সাংসদ রূপা গাঙ্গুলী বলেন, আমি নিজে সংকল্প যাত্রায় উপস্থিত থেকে যে উৎসাহ দেখেছি এবং সাধারণ মানুষ এখন চলছে ২০২১ কবে আসবে? পরিবর্তন হবেই। আর সহ্য হয় না। মানুষ মোদীজিকে দেখেই বিজেপি ভিড় করছে।

ঝুঁকির পারাপারে, বিপর্যয়ের আশঙ্কা

প্রথম পাতার পর

উল্লেখ্য, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সর্বাধিক একটি খেয়া নৌকা কিংবা ভুটভুটি যাত্রী পারাপারের জন ৪০ জন যাত্রী নিয়ে পারাপারের নিয়ম থাকলেও, সরকারের সেই নিয়ম কে অগ্রাহ্য করে নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে চলাচল করছে! যার ফলে যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সাধারণ যাত্রীদের অভিযোগ এ বিষয়ে বজবজ পুরসভা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ রূপে উদাসীন।কোন প্রকার প্রশাসনিক নজরদারি নেই। অগত্যা নিরূপায় হয়ে সাধারণ যাত্রীরা প্রাণের ঝুঁকি নদী পারাপার হচ্ছেন। এবিষয়ে স্থানীয় বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান ফুলু দে বলেন বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে খুব শীঘ্রই বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।

হাসপাতালে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

এরপর হাতে ব্লেড নিয়ে তাকে ভয় দেখিয়ে তার সাথে অভব্য আচরণ শুরু করা হয়। গোপনাঙ্গ থেকে শুরু করে দেহের বিভিন্ন জায়গায় হাত দেয় ওই সেবক এবং তাকে ভয় দেখিয়ে দীর্ঘক্ষণ বাথরুমের ঘরে আটকে রাখা হয়। বিষয়টিতে ভয় পেয়ে যায় অসুস্থ তরুণ রোগী। ভয়ে বাথরুম থেকে পালিয়ে বেরিয়ে এসে বিষয়টি জানায় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের মেল মেডিক্যাল ওয়ার্ডের দায়িত্বে থাকা অন্যান্য আয়া এবং নার্সকে। কিন্তু তারা কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় অসুস্থ তরুণ রোগী বিষয়টি জানায় তার পরিবারকে তৎক্ষণাৎ তার পরিবারের লোকজন বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। এবং বন্ডে সই করিয়ে অসুস্থ রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে বাড়ি নিয়ে যায়। এই ঘটনার পর মানসিকভাবে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে ওই ডেঙ্গু উপসর্গ নিয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি থাকা অসুস্থ রোগী। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের শিলিগুড়ি থানায় বিষয়টি নিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে অসুস্থ তরুণ ওই রোগী। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে বলে জানা গিয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ সূত্রে। অভিযুক্তের নাম অমিত বলে জানা গিয়েছে।

সংসারের হাল ধরতে প্রতিমা গড়ার কাজে লক্ষীদেবী

নিজস্ব প্রতিনিধি: সংসারের হাল ধরতে স্বামীর সঙ্গে প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু করেছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলার বছর পঞ্চান্নর লক্ষ্মী দাস। তিনি ঝাড়গ্রামের বাছুরডোবা নামোপাড়ার বাসিন্দা। একসময. সংসারের হাল ধরতে স্বামীর সঙ্গে শুরু করেছিলেন প্রতিমা প্রতিমা গড়ার কাজ। সেই কাজ করে সংসারের যেমন ফিরেছে হাল তেমনি এসেছে পরিবারে স্বচ্ছলতা। লক্ষ্মী দেবী জানান, তার স্বামী কার্তিক দাস কুমারটুলি থেকে শিখে এসেছিলেন প্রতিমা গড়ার কাজ। সংসারের হাল ধরতে লক্ষীদেবী তার সঙ্গে টুকটাক কাজ শুরু করন। কাঠামোর খড় লাগানো থেকে মাটি দেওযা। সেইসব কাজ করতে করতে তিনিও শিখে ফেলেন প্রতিমা গড়ার কাজ। কালী ঠাকুরের পাশাপাশি বিশ্বকর্মা, লক্ষ্মী ঠাকুর, দুর্গা ঠাকুর সহ বিভিন্ন ঠাকুরের প্রতিমা তৈরি করেন। সারা বছর ধরে বিভিন্ন পূজার ক্ষেত্রে তিনি প্রতিমা গড়ে আসছেন। লক্ষী দেবী আরও জানান প্রায. ৩০ বছর ধরে প্রতিমা বানানোর কাজ করে আসছি। এবছর তিনি ৪০ টি কালী প্রতিমা গড়েছেন। যার বাজারমূল্য আড়াই হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজার পর্যন্ত। কালী প্রতিমা সর্বোচ্চ দাম রেখেছি সাড়ে তিন হাজার টাকা।

ভেজাল ঘি–এর রমরমা কারবার উত্তরবঙ্গে

প্রথম পাতার পর

এছাড়াও ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত আশিঘর আউটপোস্ট এলাকার হাতিয়াডাঙাতে, নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকার ফুলবাড়ি এক নম্বর ও দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বেশ কিছু এলাকাতে অবাধে চলছে ভেজাল ঘি তৈরি ও সরকারি নিয়ম নীতি না মেনে ঘি প্যাকেটজাত করার এই কারবার। বিহার থেকে এবং দক্ষিণবঙ্গ থেকে ঘি নিয়ে এসে তা প্যাকেট বন্দী করে বিক্রি করা হচ্ছে বাজারে। বাজার থেকে প্লাস্টিকের নিম্নমানের সস্তার ১০০ গ্রাম ও আড়াইশো গ্রামের কন্টেনার কিনে, তাতে ঢালা হচ্ছে ঘি, আর সেই কন্টেনারের গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে নানান ব্র্যান্ডের লোগো। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী খাদ্য পণ্য যে গুণগত মানের প্লাস্টিক কন্টেনারে দেওয়া উচিত তা মানা হচ্ছে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই।

শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন থানা এলাকায় প্যাকেট বন্দি হওয়া নানান ব্র্যান্ডের ঘি এর নমুনা ল্যাবে পরীক্ষা করালে তার ফল মারাত্মক বের হবে বলেই মনে করছেন চিকিৎসকরা। কারণ, নিম্নমানের প্লাস্টিক কন্টেনারে ঘি দীর্ঘদিন রাখার ফলে তাতে বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ওই সমস্ত সস্তার নিম্নমানের প্লাস্টিক কনটেইনার থাকা ঘি বিষাক্ত হয়েও উঠতে পারে বলে অভিমত পোষণ করেছেন বেশ কয়েকজন চিকিৎসক। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর নানারকম রাসায়নিক মিশিয়েও তৈরি করা হচ্ছে ঘি। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে এবং বিহারে তৈরি করা হয় সেই ঘি। এবং তা অনায়াসেই পৌঁছে যাচ্ছে শিলিগুড়ি শহরে। সেই ঘি ছোট ছোট প্লাস্টিক কনটেইনারে প্যাকেটজাত করে পৌঁছে দেওয়া হয় শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন মুদি দোকানে। ন্যূনতম সরকারি নিয়ম বিধি নিষেধ মানা হচ্ছে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই ঘি প্যাকেটজাত করার ক্ষেত্রে। ছোট শিশু থেকে অসুস্থ রোগীকে গরম ভাতে ঘি মুখের সামনে তুলে দেয় পরিবারের সদস্যরা। শিশু এবং অসুস্থ রোগীর শারীরিক দুর্বলতা দূর করার জন্য।

কিন্তু শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকায় যেভাবে নিম্নমানের প্লাস্টিক কন্টেনারে সরকারি বিধি নিষেধ না মেনে ঘি প্যাকেটজাত করে বিক্রি করা হচ্ছে তা মারাত্মক বলে মনে করছেন শিলিগুড়ি শহরের চিকিৎসকদের একটা বড় অংশ। মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় উত্তরবঙ্গের নামজাদা একটি ঘিয়ের কারখানাতেও মানা হচ্ছে না সরকারি বিধি নিষেধ, এবং যে কন্টেনারে ওই কোম্পানি ঘি প্যাকেটজাত করে বাজারে বিক্রি করছে সেই কন্টেনার সরকারি নিয়ম নীতি মেনে চলা কন্টেনার নয় বলেই জানা গিয়েছে। 'পেট' কন্টেনারের দাম বেশি হওয়ায় তা না কিনে বাজার থেকে সস্তার প্লাস্টিকের নিম্নমানের কন্টেনার কিনে তাতে ঘি ঢেলে নানান ব্র্যান্ডের লোগো লাগিয়ে বেশি টাকা মুনাফা রোজগারের আশায় ঘিয়ের কারবার চালাচ্ছে কিছু অসাধু কারবারি বলেও অভিযোগ উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে রমরমা চলছে এই কারবার। শিব মন্দির বিএড কলেজ লাগোয়া এলাকাতেও ঠিক একইভাবে সরকারি নিয়মনীতি না মেনে এবং নিম্নমানের প্লাস্টিক কন্টেনারে প্যাকেটজাত করা হচ্ছে ঘি। শিব মন্দির পঞ্চায়েত অফিস থেকে কিছুটা দূরে একটি গ্রামে দক্ষিণবঙ্গ এবং বিহার থেকে ঘি এনে তা সস্তার কন্টেনারে প্যাকেট বন্দি করে একটি ব্র্যান্ডের লোগো লাগিয়ে বাজারে ছাড়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। শান্তিনগর বউ বাজার এলাকার এক ব্যবসায়ী ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত আশিঘর আউটপোস্ট এলাকার হাতিয়াতে ডাংগা তে নানারকম রকম রাসায়নিক মিশিয়ে তৈরি করছেন ভেজাল ঘি বলে অভিযোগ রয়েছে।

পাশাপাশি নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঘি মজুত করে রেখে তা নিম্নমানের কন্টেনারে ভরে বিক্রি করা হচ্ছে শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন দোকানে। শিলিগুড়ি থানার অন্তর্গত সন্তোষী নগর, গঙ্গানগর এলাকাতেও রয়েছে ঘি প্যাকেট বন্দি করে বাজারজাত করার একটি চক্র। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকারি নিয়মনীতি না মেনেই চলছে কারবার বলে অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে বাংলার সময়ের টিম শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে মুদির দোকান থেকে সংগ্রহ করে নানান ব্র্যান্ডের ঘি এর কন্টেনার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ঘি যে কন্টেনারে দোকানে বিক্রির জন্য পাঠানো হয়েছে সেই কন্টেনার সরকারি নিয়মনীতি মানা কন্টেনার নয়।

পাশাপাশি ঘি এর গুণগতমান নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। কারণ সঠিকভাবে ঘি এর কন্টেনারগুলি সিল করা হয় না। পাশাপাশি যে সমস্ত লোকাল ব্র্যান্ডের ঘি বাজারে বিক্রি হচ্ছে সেই সমস্ত ঘি এর কন্টেনারে কোম্পানির হেল্পলাইন নম্বর, কাস্টমার কেয়ার নম্বর, কোম্পানির সঠিক তথ্য ও ঠিকানা পর্যন্ত প্লাস্টিক কন্টেইনারে লাগানো লোগো স্টিকারে নেই। কিন্তু অন্ধের মতো মুদি দোকান থেকে ছোট শিশু থেকে শুরু করে অসুস্থ রোগীর জন্য ক্রেতারা কিনে নিচ্ছেন এই সমস্ত স্থানীয় প্যাকেটজাত করা ঘি।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের অফিসারদের কাছে এই আইন ভাঙার প্রতিযোগিতার বিষয়ে কোনো তথ্য না থাকায় এখনো কোনো অভিযান হয় নি বলেই জানা গিয়েছে। তবে কিছুদিন আগে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট বেআইনি ও ভেজাল ঘি এর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে প্রচুর নিম্নমানের ঘি সহ এক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে তারপর আর শিলিগুড়ি শহরের ভেজাল ঘি নিয়ে লাগাতার অভিযান হয় নি। আর সেই কারণেই নিশ্চিন্তে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীরা চালিয়ে যাচ্ছেন অবৈধ এই ঘি এর কারবার।

মহানগরে

বিপজ্জনক বাড়ি নিয়ে কড়া পুরসভা

বরুণ মণ্ডল ঃ এবার থেকে কলকাতা পুরসংস্থার নোটিশ পাওয়া সত্ত্বেও কোনও বিপজ্জনক বাড়ির মালিক বাড়ি সারাতে উদ্যোগী না হলে তাকে ২০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হতে পারে। বিপজ্জনক বাড়ি ভেঙে মৃত্যুর ঘটনায় বাড়ির মালিক অথবা ভোগদখলদারকে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড অথবা জরিমানা (কে এম সি অ্যাক্ট ১৯৮০ – এর সেকশন – ৪১১[১]) হবে অথবা যতদিন পর্যন্ত না নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, সেজন্য দৈনিক সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে। গত ২৫ অক্টোবর কলকাতা পুরসংস্থার ৫৫ নম্বর মাসিক অধিবেশনের তিন নম্বর অ্যাজেন্ডায় বিপজ্জনক বাড়ি নিয়ে কলকাতা পুর আইনের সংশোধনী প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। অধিবেশনের মাঝে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম সাংবাদিকদের বলেন, বিপজ্জনক বাড়ি ভেঙে বরাবরই মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। এটা আটকাতে কে এম সি অ্যাক্ট – ১৯৮০ – র পুর আইনে সংশোধন করা হল। বিপজ্জনক বাড়িতে কোনো ভাড়াটে থাকলে কলকাতা পুরসংস্থা ওই ভাড়াটেদের পুনর্বাসন দিয়ে ওই বিপজ্জনক বাড়িটি ভেঙে দেবে। এরপর যতদিন পর্যন্ত না কলকাতা পুর আইনের ১৪২ ধারা মেনে নতুন বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হচ্ছে, ততোদিন ওই বাড়ি পুরসংস্থা অধিগ্রহণ করবে।

কলকাতা পুলিশ ডি জে নিষেধ করেছে। তা সত্ত্বেও মূল বেহালায় ডায়মন্ড হারবার রোডের একাংশ আটকে ডি জে মেলোডিতে দুমাদুম আওয়াজে কানের পর্দা ফাটানো হিন্দি গানের জলসা চললো ভাইফোঁটায়। ছবি – অরুণ লোধ

কালীপুজোয় ধূলিকণার জাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা ও শহরতলিতে শব্দদূষণ রুখতে এবং পরিবেশ রক্ষায় নিষিদ্ধ শব্দবাজি ব্যবহারের ওপর কড়া নজরদারি চালিয়েছে কলকাতা পুলিশ প্রশাসন। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এবারের কালীপুজোর রাতে বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার (পি এম ১০) পরিমাণ হল সহনশীল মাত্রার থেকে ১৬ গুণ (১৬৫৭.৭০মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার) বেশি (বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার নির্ধারিত মাএা হল প্রতি ঘনমিটারে ১০০ মাইক্রোগ্রাম)। উল্লেখ্য, দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ জারি করেছে রাত ৮ টা থেকে ১০ টা এই দু ' ঘন্টা শব্দ বাজি (৯০ ডেসিবেলের কম শব্দের) ফাটানো যেতে পারে। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও রাজ্য পরিবেশ দফতর নিষিদ্ধ শব্দবাজি ব্যবহার রুখতেও নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে যাতে কেউ শব্দবাজি না ফাটায় সে ব্যাপারে উচ্চ মার্গের তৎপর হতে পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেয়। নিষিদ্ধ শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

রাজ্যের পরিবেশ মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র নিষিদ্ধ শব্দ ব্যবহার না করার জন্য রাজাবাসীর প্রতি একটি আবেদন জানিয়েছেন। অন্যান্য বারের মতো এবারও হাসপাতাল ও বিদ্যালয় চত্বরের ১০০ মিটারের মধ্যে বাজি ফাটানো নিষিদ্ধ।

এদিকে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র শব্দবাজি ও আতসবাজি সংক্রান্ত পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে কলকাতা ও শহরতলির বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেছেন। অন্যদিকে নিষিদ্ধ বাজি ফাটানো ও বিশৃঙ্খল আচরণের জন্য কলকাতায় কালীপুজোর দিন ১,১৯০ জনকে কলকাতা পুলিশ গ্রেফতার করেছে। প্রসঙ্গত, লালবাজারের তথ্য বলছে, এবছর নিষিদ্ধ বাজি ফাটানোয় গ্রেফতারির সংখ্যা গত দু ' বছরের তুলনায় অনেক বেশি। ২০১৭ তে ৭৩০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ২০১৮ তে মাত্র ৪৭২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। নগর–পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এ বার নিষিদ্ধ বাজি যে ফেটেছে, তা ধরপাকড়ের সংখ্যা থেকেও বোঝা সম্ভব।

বেহালার ব্রাহ্মসমাজ রোডে গাছকে ভাই বলে সম্বোধন করে এলাকার দিদি–বোনেরা গাছকে ভাই ফোঁটা প্রদান করলো।

২৫ তম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারের '২৫তম কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (কেআইএফএফ)' হতে চলেছে আগামী ৮–১৫ নভেম্বর। ৮দিন ব্যাপী এই চলচিত্র উৎসব কলকাতার নন্দন–১, ২ ও ৩ সহ কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমের ১৪ টি মঞ্চে প্রদর্শিত হবে। মধ্য কলকাতার রবীন্দ্রসদন, শিশির মঞ্চ ও পিভিআর অভানি রিভার সাইড মল, ভবানীপুরের বিজলী সিনেমা, দেশপ্রিয় পার্কের প্রিয়া সিনেমা, দক্ষিণ কলকাতার নবীনা সিনেমা, এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল নিকটবর্তী 'চলচিত্র শত বার্ষিকী ভবন', বেহালার তারাতলার অজন্তা সিনেমা হল, শ্যামবাজারের মিনার সিনেমা, আইনক্স সিটি সেন্টার–১ ও রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন, নবদিগন্ত ফ্লাইওভারের নিকটবর্তী নজরুলতীর্থ, ধর্মতলার নিউ মার্কেট লাগোয়া নিউ এ্যাম্পেয়ার ও কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম। আগামী ৮ নভেম্বর বিকাল ৪টে–তে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে প্রতি বারের মতো এবারের উৎসবের উদ্বোধন হবে। উদ্বোধনী ফিল্ম ৫০তম পূর্তি বর্ষের সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন'।

এবারের উৎসবের ফোকাস কান্ট্রি ইউরোপ মহাদেশের অত্যন্ত উজ্জ্বল গতিশীল রাষ্ট্র জার্মানি। উৎসবে মোট ৭৬টি দেশের ২৪৯২টি ফিল্ম থেকে বাছাই করা শ্রেষ্ঠ ফিচার ফিল্ম রয়েছে ২১৪টি এবং শর্ট ও ডকুমেন্টারি ফিল্ম রয়েছে ১৫২টি। এবারের উৎসবে বিদেশী আমন্ত্রিত থাকছেন ২৪টি দেশের ৫৬জন এবং ভারতীয় ব্যক্তিত্ব থাকছেন ৬০ জন। প্রতিযোগিতা মূলক বিভাগ রয়েছে ৫টি। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা–'ইনোভেশন মুভিজ ইমেজ'। ভারতীয় ভাষার ফিল্ম প্রতিযোগিতা, শর্ট ফিল্ম, ডকুমেন্টারি ফিল্ম ও এশিয়ান সিলেক্ট। বেস্ট ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড ৫১ লাখ টাকা এবং বেস্ট ডিরেক্টর অ্যাওয়ার্ড ২১ লাখ টাকা।

হিন্দ সঙ্ঘের কালীপুজোয় নক্ষত্র সমাগম

৭৫ বর্ষ পূর্তি

বক্তব্য রাখছে বিশ্ববন্দিত জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র

প্রদীপ হাতে তুলে নিয়ে হিন্দ সঙ্ঘে সর্বপ্রথম মায়ের আরতী করেন রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং স্বাধীনতার আগে এই ব্যায়াম ক্লাবগুলির গঠনের তাৎপর্য তুলে ধরেন তাঁর বক্তব্যে। তাঁর হাত দিয়েই উদ্বোধন হয় ৭৫–এর হিন্দ সঙ্ঘের শ্রীশ্রী শ্যামা পূজা।

গানে মাতালেন মেট্রো রেল কলকাতার ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার প্রত্যুষ কুমার ঘোষ। এছাড়াও আড্ডায় মাতলেন এশিয়ান গেমসে তাসে স্বর্ণপদক জয়ী প্রণব বর্ধন। কিংবদন্তী গীতিকার মোহিনীর চৌধুরির জন্ম শতবর্ষে তাঁকে তুলে ধরলেন তাঁর ছেলে দিগ্বিজয় চৌধুরি।

বাক্স বন্দি হয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে উঠে এসে রেকর্ড গড়েছিলেন পি সি সরকার জুনিয়র। তাঁকে সঙ্ঘের পক্ষ থেকে সম্মান জানানো হয় ও তাঁর হাতে মানপত্র তুলে দেন স্বাধীনতা সংগ্রামী জ্যোতির্ময়ী ঘোষ।

হিন্দ সঙ্ঘ লেখা ও ছবিতে সম্মান জানিয়েছিল জন্ম শতবর্ষের দুই অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায়কে এবং জন্ম শতবর্ষের দুই গায়ক মান্না দে ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে তাঁদের নিয়ে বক্তব্য রাখছেন অভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করছেন কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম

বাউল নাচে মাতালেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দফতরের শিল্পীরা

পূর্ব বর্ধমানের কালীপুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : উৎসবের আবহে পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে সম্পন্ন হল কালীপুজো। বর্ধমান, কাটোয়া, কালনা, মেমারী, জামালপুর, ভাতার, আউশগ্রাম, ভাতার, মঙ্গলকোট, বলগনা, কেতুগ্রাম, দাঁইহাট, পূর্বস্থলী সহ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় ঐতিহ্যবাহী কালীপুজোকে কেন্দ্র করে পুণ্যার্থীদের ঢল নেমেছিল। বড়বেলুনের বড়ো মা, কাটোয়ার খেপি মা, ঝুপো মা, নলাহাটির বড়ো ঠাকুরানি, দাঁইহাটের সিদ্ধেশ্বরী মা, ছোটো ঠাকুরানি, ডাকাতকালী, মুস্থলীর বোলতলা কালী প্রভৃতি। পাশাপাশি বেশ কিছু জায়গায় সর্বজনীন কালীপুজোর জমজমাট আয়োজন করা হয়েছিল। পূর্বস্থলীর ঝাউডাঙা এলাকায় সর্বজনীন কালীপুজোর মণ্ডপ ও আলোকসজ্জা দর্শনার্থীদের নজর কেড়ে নিয়েছিল। প্রায় সব জায়গাতেই প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে শোভাযাত্রার আয়োজন ছিল। উৎসবকে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে পুলিশ প্রশাসন যথেষ্ট তৎপর ছিল।

শ্যামাপুজোয় অনন্য নজির

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রীতির শ্যামাপূজোয় এক অনন্য নজির সৃষ্টি করলো বাসন্তী ব্লকের কাঁঠাল বেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রামকৃষ্ণ মিলনতীর্থ শ্যামাপুজো কমিটি।

পুজোয় এলাকার হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান সহ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মেতে উঠলেন ৫৬ তম বর্ষের শ্যামা পুজোয়। প্রত্যেকেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে করেছিলেন পুজো আয়োজন, পাশাপাশি পুজোয় সকলে মিলে একত্রিত হয়ে পুজো করলেন, মেতে উঠলেন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া ব্লক বাসন্তী। আর এই বাসন্তী ব্লকে বসবাসকারী সিংহভাগ মানুষজন তপশিলি জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের।এখানকার অধিকাংশ মানুষজনই কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী।

সমগ্র দেশজুড়ে অসহিষ্ণুতার উত্তপ্ত আবহাওয়ায় উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষজন, পাশাপাশি এই বাসন্তী ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীকোন্দল, মারামারি, দাঙ্গা সহ বিভিন্ন অস্থিরতায় জর্জরিত। সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে দীর্ঘদিন ধরে একত্রিত ভাবে বসবাসকারী হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই হিংসা,মারামারি কিংবা অসহিষ্ণুতার দাবানল যাতে না লাগতে পারে, শান্তির বাতারণ তৈরি হয় তার জন্য তৎপরতার সাথে বাসন্তীর কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আমানুল্লা লস্কর,ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ইউসুফ আনসারি, সামসুদ্দিন সেখ, প্রতাপ বেরা, শ্রীবাস সরদার, অশোক মিদ্দে, দিলীপ নস্কর, বুলা নাসরিন লস্কর, শুভাষিণী বেরা, মমতাজ সেখ, সেলিমা মোল্লা, পূরবী সাউ, আমিনা সেখ, পারভীন হালদার'রা তৎপর হয়ে সকলে মিলে মিশে আয়োজন করেছিলেন তাদের ৫৬ তম বর্ষের শ্যামাপুজো।আর সকলেই অংশগ্রহণ করে পুজোর কটাদিন মেতে উঠলেন।পুজোর সময় কেউ কাটলেন ফলমূল, কেউ বা আবার ধরালেন ধূপ, কেউ বাজালেন শঙ্খ।সকলে একত্রিত হয়ে শ্যামা মায়ের পদযুগলে দিলে পুষ্পার্ঘ্য। হাতে হাত মিলিয়ে সকলে অঙ্গীকার বদ্ধ হন ধর্মীয় বিভেদের প্ররোচনায় পা না দেওয়ার।

রামকৃষ্ণ মিলনতীর্থ শ্যামাপুজোর অন্যতম উপদেষ্টা তথা বাসন্তী ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি আমানুল্লা লস্কর বলেন, বিজেপির ধর্মীয় বিভেদের কারণে আজ দেশ জুড়ে যে অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তার প্রভাব থেকে এই এলাকাকে মুক্ত রাখতে এবং সম্প্রীতির মেলবন্ধন অটুট রাখতে আমাদের এই শ্যামা পূজোর আয়োজন করেছি।প্রত্যন্ত এই সুন্দরবন অঞ্চলে একত্রিত ভাবে বেড়ে ওঠা হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে করে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার প্রভাব না পড়ে, তা নিশ্চিত করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রীতির বাতাবরণের অটুট বন্ধন বজায় রাখতে সর্বদাই বদ্ধপরিকর। তাঁর দেখানো সেই পথেই আমরা অগ্রগতির সাথে এগিয়ে চলাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

সম্প্রীতির এই শ্যামাপূজো এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত।

কালীপুজোর দিন হিন্দ সঙ্ঘে প্রদীপ জ্বালিয়ে মায়ের আরাধনায় অভিনেত্রী মাধবী মুখার্জী

ছোট্ট বন্ধু নাচ দেখাচ্ছেন সকলকে

মাঙ্গলিকী

‘জেনেসিস বার্তা’ পত্রিকার শারদ সংখ্যা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২০ অক্টোবর রবিবার বিকেল ৩টায় ‘জেনেসিস বার্তা’ পত্রিকার শারদীয়া সংখা প্রকাশিত হয় গোয়াবাগানের বয়েজ ওন লাইব্রেরি হলে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা হলেন ড. কেয়া দাস (বাচিক শিল্পী ও সঙ্গীত শিল্পী), ইন্দ্রনীল দাস (ইঞ্জিনিয়ার), তাপস মুখোপাধ্যায় (প্রধান শিক্ষক)। বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপক অজিত কুমার দে, বঙ্গরত্ন পুরস্কার প্রাপক তন্ময় সিংহ রায়, পার্থ সরকার, রূপালী গোস্বামী, শশাঙ্ক চক্রবর্তী, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, মণি, অলকা বণিক, প্রশান্ত দাস, নীলেন্দু গোস্বামী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। নৃত্য পরিবেশনায় পায়েল মুখার্জি এবং অরিত্র সেন। ইলেকট্রিক অর্গান বাজালেন পার্থ সেন। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন ঋক সুন্দর ভট্টাচার্য। পত্রিকায় প্রকাশিত সব কবিরাই কবিতা পাঠ করেছেন। ড. শঙ্কর ঘোষ বক্তব্যের পরে শ্রোতাদের অনুরোধে শোনালেন ‘হার মানা হার’ ছবির গান ‘এসেছি আমি এসেছি’। বর্ণাঢ্য এই রঙিন শারদীয়ার সম্পাদক অনিন্দ্য ঘোষ, সহ সম্পাদক কৌশিকী দাশগুপ্ত, সম্পাদকীয় দফতরের সুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, তন্ময় সিংহ রায়, শিবব্রত গুহ অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সংখ্যাটি প্রকাশ করেছেন এবং ওই দিনের অনুষ্ঠানটিকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলেছেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের নানান উপহারে বরণ করা হয়েছে।

বিজয়া সম্মিলনীতে বংশীবাদন উৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ১৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় দমদম গীতাদেবী সরস্বতী স্কুলে ‘মেলোডিকার’ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, সংস্থার প্রাণপুরুষ, প্রতিভাবান বংশীবাদক ও শিক্ষক অশোক কর্মকারের সুষ্ঠু পরিচালনায় এবং সঞ্চালনায় ‘শুভ বিজয়া সম্মিলনী’ উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। বাঁশী বাজিয়ে অসংখ্য শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন প্রখ্যাত শিল্পী অশোক কর্মকার, ডাঃ বন্দনা দাস, শিশু শিল্পী সুরূপা নন্দন, কৌশিক রায়, অর্জুন মাঝি, সৌরভ চ্যাটার্জী, শান্তনু রায়, দীপিক সুর, অর্ণব রায়, মৌলিক ধর, রবি চক্রবর্তী, সৌমিক দেব, শুভদীপ বর্মণ প্রমুখ।

পল্লিগীতি পরিবেশন করে মোহিত করেন দেবব্রত দে। তবলা বাজান কার্তিক দাশ, পার্কাসন এবং ডুগডুগি বাজিয়ে আনন্দ দেন দেবব্রত দে। কবিতা পাঠ করে আপ্লুত করেন স্বনামধন্য বর্ষীয়ান বাচিক শিল্পী গৌতম চ্যাটার্জী ও শিশু শিল্পী সঞ্চারী ভট্টাচার্য। শেষে শিল্পী, অতিথি ও শ্রোতৃবৃন্দকে জলযোগে আপ্যায়ণ করা হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অশোক কর্মকার।

বঙ্গীয় সুর সঙ্গীত কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

সঞ্জয় চক্রবর্তী: উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যবাহী বয়েজ ওন হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বঙ্গীয় সুর সঙ্গীত কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা দিবস পালন। অনুষ্ঠানে প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ সূচনা করেন সংস্থার সম্পাদক গৌতম দেব। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শিল্পী আবৃত্তি , গান, অঙ্কন, ও নৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের শেরিফ (২০১৩) ডঃ স্বপন কুমার ঘোষ, রবীন চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল নস্কর, দেবাশিষ কাবাসী, আশিস কাবাসী, কাকুলি দেব, প্রতিকণা মুখার্জি প্রমুখ ব্যক্তিবর্গরা। দৃষ্টিহীন শিল্পীদের উৎসাহিত করার জন্যে তাদের ব্যাজ, উত্তরীয়, স্মারক, ও ফোল্ডিং লাঠি প্রদানের মধ্যে দিয়ে সম্মান জানানো হয়। এছাড়া ৮৭ জন কৃতী ছাএছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয় সংস্থার পক্ষ থেকে।

কৌশিক দে’র সিডি প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হাতিবাগান অঞ্চলের ‘আস্থা’ প্রেক্ষাগৃহে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হল বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী কৌশিক দে’র গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গানের সিডি। বিশিষ্ট অধ্যাপক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী বিকাশ বসু, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুদীপ্তা রক্ষিত, বিশিষ্ট হস্তরেখাবিদ অসীম আচার্য চৌধুরী মিলিত ভাবে প্রকাশ করলেন এই সি ডিটি। তাঁরা শিল্পীর শুভ কামনা করে বক্তব্য রাখলেন। অতিথিদের পুষ্প স্তবক ও সিডি দিয়ে বরণ করা হল। মিউজিক অ্যালবামটির নাম ‘তাঁর বন্দনাগানে’। রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের ১৫টি গান নিয়ে এই অ্যালবাম। যার মধ্যে রয়েছে ‘গানের ভিতর দিয়ে’, ‘মধুর তোমার শেষ যে না পাই’, ‘কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না’, ‘আমার মুক্তি আলোয় আলোয়’ প্রভৃতি গান গুলি। চমৎকার গেয়েছেন গানগুলি। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বের সূচনায় উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করল একটি বালক শুভজয় দে। তার পরিবেশনায় গানটি ছিল ‘সবারে করি আহ্বান’। সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। পরে কৌশিক দে ধারা ভাষ্য সহকারে পরিবেশন করলেন শরৎ ঋতুর উপর গান ‘আলোর অমল কমলখানি’। ধারাভাষ্যে ছিলেন তুশিমা ভট্টাচার্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সাফল্য মণ্ডিত করে তুলতে সাহায্য করেছেন শিল্পীর স্ত্রী সঙ্গীত দে এবং বন্ধু বিভাস দে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার গুরুদায়িত্ব সুন্দর ভাবে সামলেছেন তুশিমা ভট্টাচার্য। হিন্দু স্থান রেকর্ডস এর তরফ থেকে এই অ্যালবামটি প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে নিবেদিতা বন্দনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যেক মাসের তৃতীয় বুধবার সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের অভেদানন্দ মঞ্চে প্রখ্যাত অধ্যাপক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ পরিবেশন করে থাকেন ‘পুণ্য জীবন কথা’। অক্টোবর মাসের তৃতীয় বুধবার সন্ধ্যা ৬–৪৫ মিনিটে তিনি পুণ্য জীবন কথায় পরিবেশন করলেন ভগিনী নিবেদিতার জীবন। এক ঘন্টার এই অনুষ্ঠানে শিল্পী নিবেদিতার বর্ণময় জীবনকে তুলে ধরলেন সাবলীল ভঙ্গিতে। বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে শোনালেন গান। যার মধ্যে ছিল; ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ’, ‘একবার বিরাজ গো মা’, ‘জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বলো আমার মন’, ‘জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর’, ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’, ‘সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি’, ‘আর কিছু নাই সংসারে মাঝে’, ‘কামনা যে জন পায়ে দলে গেল’ প্রভৃতি গান গুলি। কথায় ও গানে ড. ঘোষ সমবেত ভক্ত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করলেন অনায়াসে। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করলেন কল্যাণ চক্রবর্তী, মন্দিরায় সহযোগিতা করলেন অরুণ দত্ত। সেদিন বিকালে প্রবল ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল। সে সব উপেক্ষা করে একটা বিরাট সংখ্যায় ভক্তেরা উপস্থিত সান্ধ্য অধিবেশনকে সার্থক করে তুলেছিলেন।

টানা শুটিং চলছে ‘ছায়াসূর্য’ ছবির

শ্রেয়সী ঘোষ : প্রবাদপ্রতিম পরিচালক অঞ্জন চৌধুরীর ছোট মেয়ে রীণা চৌধুরীর পরিচালনায় দ্বিতীয় ছবি ‘ছায়াসূর্য’ এর টানা শুটিং চলছে। রীনা চৌধুরী ছবির জগতে এসেছিলেন নায়িকা হিসাবে। পূজা, গীত সঙ্গীত, লোফার, বড় বৌ প্রভৃতি ছবিতে তিনি নায়িকা ছিলেন। তিনি এবার ছবির জগতে ফিরলেন পরিচালিকা রূপে। প্রথম ছবি ‘কল্পতরু’র সাফল্যে উদসাহিত হয়ে দ্বিতীয় ছবি ‘ছায়াসূর্য’ নিয়ে ফ্লোরে রয়েছেন। ছবির নিবেদক প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়। প্রযোজক দিগ্বিজয় চৌধুরী। চিত্রগ্রাহক সুদীপ্ত দে। সম্পাদক সন্দীপন মৈত্র। সঙ্গীত পরিচালক অতনু দাশগুপ্ত। গীতিকার মোহিনী চৌধুরী এবং ভবিষ্যত চৌধুরী। ছবিতে গান গেয়েছেন স্বর্ণালী, আকাশ, হিমিকা, সীমন্ত, অন্বেষা এবং অনিলাভ। প্রধান চরিত্রগুলিতে রূপদান করেছেন চুমকী চৌধুরী, ড. শঙ্কর ঘোষ, পাপিয়া দেবরাজন, রাহুল গোস্বামী, পুলকিতা ঘোষ, সমীরণ সরকার, স্নেহা গোস্বামী, গৌরীনাথ ব্যানার্জী, উষান মুখার্জি প্রমুখ শিল্পী। নায়ক সূর্য ও নায়িকা ছায়ার চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন সাহেব চট্টোপাধ্যায় ও বিদিশা চৌধুরী। কিছু পুরানো জনপ্রিয় গানের রিমেক এ ছবিতে শোনা যাবে। যার মধ্যে রয়েছে ‘নায়িকা সংবাদ’ ছবির সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গান ‘কেন এ হৃদয় চঞ্চল হল’। নতুন দেশের শুরুতে এ ছবির মুক্তি পাওয়ার কথা।

আকাদেমিতে স্কেচ ক্লাবের প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের সাউথ গ্যালারিতে স্কেচ ক্লাবের ৬২তম বার্ষিক প্রদর্শনী হয়ে গেল গত ৯ থেকে ১৬ অক্টোবর। এই স্কেচ ক্লাবের সূচনা হয় ১৯৫৭ সালে লেডি রাণু মুখার্জীর বাড়িতে। তিনি চেয়েছিলেন শিল্পী ও শিক্ষার্থীদের লাইফ ড্রয়িং–এর সুযোগ করে দিতে। ক্লাবের ৬২ বছরের জীবনে বহু প্রতিষ্ঠিত শিল্পী এখানে কাজ করে গেছেন। তবে এই বার্ষিক প্রদর্শনীর ঠিক আগেই আমরা আমাদের দুই প্রিয় মানুষকে হারালাম। গত আগস্ট মাসে আমাদের পছন্দের মডেল সজল কাঞ্জিলাল মেট্রো রেলে এক দুর্ঘটনায় মারা গেলেন আর সেপ্টেম্বরে আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যর এবং স্কেচ ক্লাবের স্টুডিও ইনচার্জ সমরেশ

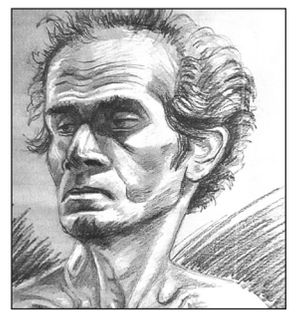

চৌধুরীর জীবনাবসান হয়। তিনি ১৯৬৩ সাল থেকে স্কেচ ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেইজন্য তাঁর স্মরণে এই প্রদর্শনীতে প্রয়াত সমরেশ চৌধুরীর তিনটি পোর্ট্রেট রাখা হয়েছিল। এর মধ্যে দুটি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন এখানের সদস্য সৌপর্ণা চ্যাটার্জী এবং অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়। এবারের প্রদর্শনীতে বেশিরভাগ কাজই প্রয়াত মডেলকে নিয়ে প্রদর্শিত হয়েছে। যে সব সদস্যর কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তারা হলেন সুমিত দাশগুপ্ত, ধ্রুবজ্যোতি নাথ, সৌমেন দাস, শম্ভু মিদ্যা, কৌশিক ভট্টাচার্য, রজত মণ্ডল, প্রদীপ দে, মলয় মণ্ডল, মনীষা দাস এবং বাপ্পাদিত্য মাজি। এছাড়া প্রয়াত সমরেশ চৌধুরীর করা দুটি কাজও প্রদর্শনীতে ছিল।

শারদ সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : তরুণ দলের দুর্গা পূজা এ বছর ১৬ বছরে পড়ল। একেবারে গোড়া থেকেই দুর্গা–পূজার উদ্বোধনের দিনে এঁরা শারদ সাহিত্য সভার আয়োজন করে আসছেন। ২০১৯ সালেও সেই পরম্পরা মেনে ৩রা অক্টোবর মহাপঞ্চমীর বিকালে মনোজ্ঞ সাহিত্য সভার আসর বসেছিল। এ দিনের বিশেষ অতিথি কবি রত্নেশ্বর হাজরা ও সুসাহিত্যিক তারাশঙ্কর দত্ত তরুণ দলের ত্রৈমাসিক পত্রিকা তারুণ্য–র ৩৩ তম বর্ষের শারদ সংখ্যাটি প্রকাশ করলেন। সেইসঙ্গে প্রকাশিত হল আলিপুর বার্তা পত্রিকার ১৪২৬ সালের শারদ–সংখ্যাটি। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন রীতা বোস। এছাড়াও অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে গান পরিবেশন করলেন শ্যামল বিশ্বাস, বন্দনা দত্ত, সাধনা গোলদার, ঈপ্সিতা সাহা, পিউ মুখার্জী এবং পদার্পণ গোষ্ঠীর সঙ্গীত বিভাগের শর্মিষ্ঠা মাজী ও সহ শিল্পীবৃন্দ ।কবিতা পাঠে অংশ নিলেন সুকুমার বিশ্বাস, ভীম ঘোষ, বিবেকানন্দ নস্কর, আরতি দে, কানাই লাল সাহু, পার্থ সারথী সরকার, শেফালী সরকার, মিলি দাস, সুজিত দেবনাথ, কামাক্ষ্যা দাস, বিশ্বেশ্বর রায়, সঞ্চিতা নন্দন, বাবুরাম কর্মকার, বিজন চন্দ, বিক্রংজিত ঘোষ, সৌরীন চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক শীল, নীপা চক্রবর্তী, অসীম চক্রবর্তী, গুণেন্দ্র চক্রবর্তী, সুবীর সরকার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, দেবনাথ পোড়ে, শাশ্বতী বন্দ্যোপাধ্যায় পাল, সুশীল দাস ও রত্নেশ্বর হাজরা । আবৃত্তি পরিবেশন করলেন উদয় চক্রবর্তী, দীপন সেনগুপ্ত ও মুক্তা চক্রবর্তী। গল্প পাঠ করলেন দেবযানী চক্রবর্তী ও বিদ্যাসাগরের উপর একটি নিবন্ধ পাঠ করলেন প্রবীর নন্দী । দুর্গাপূজার ইতিবৃত্তের কিছু কথা শোনালেন তারাশংকর দত্ত । শেষপাতে মিষ্টির মত অন্তিম পর্বে ছিল জাদুকর প্রিয়মের একক জাদু প্রদর্শনী। প্রায় আধ ঘন্টার এই টানটান অনুষ্ঠান উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর মন জয় করে নিয়েছিল । সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন তারুণ্য–র সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল। প্রতিবারের মত এদিন সূচনা হল লিটল ম্যাগাজিনের বিশেষ স্টল। তারুণ্য ছাড়াও অন্যান্য অনেক পত্রিকা ও বই দিয়ে সাজানো এই স্টল পূজার চারদিন (পঞ্চমী থেকে অষ্টমী) প্রতি সন্ধ্যায় খোলা ছিল। দেবীপূজার বোধনে সাহিত্য–পাঠের আসরের কথা আজকাল আর শোনাই যায় না, তরুণ দলের এই নিয়মিত প্রয়াস তাই এক বিরল উদাহরণ।

শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ : ‘এক যে ছিল খোকা’

নিজস্ব প্রতিনিধি : আকাশ আট চ্যানেলে সন্ধ্যা ৭–৩০ মিনিটে সম্প্রচারিত হচ্ছে যে ছ’ মাসের মেগা তার নাম ‘এক যে ছিল খোকা’। টেলিভিশনের জনপ্রিয় পরিচালক রবীন দাস এই ধারাবাহিকের নির্দেশক। রবীন দাস ইতিপূর্বে আমাদের উপহার দিয়েছেন এক গুচ্ছ টেলিফিল্ম, সিরিয়াল প্রভৃতি। যে তালিকায় আছে অপরাজিত, তোমায় আমায়ে মিলে, স্বয়ংসিদ্ধা, রূপকথার আংটি, পাগলী তোমার সঙ্গে প্রভৃতি। সেরা পরিচালকের পুরস্কতারও পেয়েছেন বেশ কয়েকবার। ‘এক যে ছিল খোকা’র দর্শকেরা মুগ্ধ হয়ে আছেন রবীন দাসের পরিচালনার গুণে।

ধারাবাহিকের কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার ও সংলাপ রচয়িতা অশোক বসু। প্রযোজক অশোক সুরানা। কার্যনির্বাহী প্রযোজক সুশীল মজুমদার চিত্রগ্রাহক অনিরুদ্ধ সরকার। সম্পাদক দেবর্ষি দে। যে খোকা এখানে মুখ্য চরিত্র তান নাম আশিক। এই পরিবার নানান ডাকে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ধন্যাঢ্য ব্যবসায়ী অংশুমান আর তার পুত্রের ষড়যন্ত্রে। আশিকের বাবা বেলালকে অকালে প্রাণ দিতে হয়েছে। আশিকও মরতে পারতো, কিন্তু তাকে আড়ালে রেখেছে ওই অংশুমানের কন্যা কোয়েল। এদিকে বেলালের স্ত্রী ফতেমা’কে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন শশাঙ্ক। শশাঙ্ক সুরঙ্গমা ফতেমা’র মেয়ে সুফিয়াকে দত্তক নিলেও শঙ্কাঙ্কের মা দু’চোখে দেখতে পারেন না সুফিয়াকে।

তিনি পরিচালিকা করে রাখতে চান ওই বালিকাকে। পাশাপাশি কোয়েল আর স্যামের খুনসুটি পর্বও আছে। সিরিয়ালটিতে রয়েছে টান টান উত্তেজনা। পাশাপাশি হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতিও রয়েছে কাহিনীর সিংহভাগ জুড়ে। প্রতিটি শিল্পী দরদ দিয়ে অভিনয় করছেন। শিল্পী তালিকায় রয়েছেন পিঙ্কি ব্যানার্জী, ভাস্কর ব্যানার্জী, রাণা মিত্র, প্রিয়াংশু দাস, ঐশানি দে, আইভি ব্যানার্জী, প্রিয়াংশু মালিক, শুভম দত্ত, অর্ণব ব্যানার্জী, শ্রীতমা, মহুয়া ভট্টাচার্য, রাজ ভট্টাচার্য, উজানি দাশগুপ্ত, সৌগত ব্যানার্জী, সৌমেন মণ্ডল, পাপিয়া চক্রবর্তী, সুবান রায় প্রমুখ।

কলকাতাকে টক্কর দিতে প্রস্তুত চন্দননগর

মলয় সুর, চন্দননগর : কলকাতার দুর্গাপুজোকে টেক্কা দিতে এবার কার্যত কোমর বেঁধেই লড়ছেন বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তারা। থিম ভাবনার অভিনবত্বের পাশাপাশি নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ও চমক দিচ্ছে তারা। শুধু প্যান্ডেল কেন্দ্রীক শিল্পভাবনা কিংবা জৌলুস নয়, বলিউড ও টলিউডের শিল্পীদের এনেও জোরদার টক্কর দিচ্ছে। বাজেটের দিক থেকেও কলকাতার অনেক পুজোকে ছাপিয়ে গিয়েছে এই সব পুজো। সব মিলিয়ে কলকাতার মতোই জগদ্ধাত্রী আরাধনায় মেতে উঠেছে পুজো মণ্ডপগুলি। পাশাপাশি ছোট, মাঝারি বা বড় বাজেটের বারোয়ারিগুলি বিভিন্নভাবে পুজোমণ্ডপকে সাজিয়ে তুলছে।

গৌরহাটি সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো

বৈদ্যবাটি থেকে জি টি রোড দিয়ে চন্দননগর যাওয়ার পথে রেল লাইনের গেট পড়ে। সেখানে ভদ্রেশ্বর গৌরহাটি নাগরিকবৃন্দদের পুজো। এবার এদের মণ্ডপের থিম ‘সবুজ বাঁচানোর ডাক’– গাছের প্রাণ আছে। পুজো কমিটির সম্পাদক সন্তোষ সাহা বলেন, সবুজায়ন, মণ্ডপের বাইরে গাছ লাগানো নানাচিত্র তুলে ধরা হবে। জঙ্গলের চিত্র ফুটে উঠবে মণ্ডপে। সেকানে হরিণের ঘাস খাওয়ার দৃশ্য থাকবে। মণ্ডপের বাইরে সন্ধ্যায় চাঁদ উঠতে দেখা যাবে। এই মণ্ডপটি দুর্গাপুজোয় পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা শহরে হয়। বাজেট প্রায় ৮ লাখ টাকা। কমিটির কোষাধ্যক্ষ সুজিত বলেন, এবারে কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির আওতায় এসেছে। পঞ্চমীতে উদ্বোধন। ষষ্ঠীর দিন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। এছাড়া সপ্তমীতে আগত দূরপাল্লার দর্শনার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মনোরঞ্জনের কথা মাথায় রেখে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। একাদশীতে শোভাযাত্রা সহ গঙ্গায় বিসর্জন।

২ নম্বর নিরঞ্জন নগর জগদ্ধাত্রী পুজো

এবার তাদের মণ্ডপের থিম বাংলার বাউলদের জীবন ও জীবনাদর্শ। মণ্ডপে থাকছে বাউলের মডেল। তাদের বেশ কয়েকটি আখড়া, চালা, মোচ্ছাব, একতারা, ঢোলক বাঁশি থাকছে। এবার ৪০ বছরে পা দিয়েছে। পুজো কমিটির সম্পাদক পতিত পাবন হালদার বলেন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন বীরভূমের প্রান্তিকের সুভাষপল্লির জগা ক্ষ্যাপা বাউল একদল বাউল নিয়ে এই পুজো মণ্ডপে আসেন। মণ্ডপের ভিতর বাউলদের জীবন কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হবে। পুজোতে ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায় লাল পাহাড়ের দেশে যা রচিত বিখ্যাত জনপ্রিয় গানের কবি অরুণ চক্রবর্তী উদ্বোধন করবেন। যদিও এই পুজো কমিটি কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির আওতায় নথিভুক্ত নয়। তবুও প্রতিবছর এখানে দর্শনার্থী ও পল্লিবাসিন্দাদের মন ছুঁয়ে যায়, সকলকে মুগ্ধ করে। প্রতিবছর পুলিশ প্রশাসন ও চন্দননগর পুর নিগম সর্বদা সহযোগিতা করে থাকে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ দফতর ও অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। দশমীর দিন সকালে চন্দননগর ঐতিহাসিক স্ট্যান্ড রোড দিয়ে শোভাযাত্রা সহ গঙ্গায় বিসর্জন হয়।

বড়বাজার

৫৭ বছরে পা দেওয়া বড়বাজার পুজো কমিটির মণ্ডপের থিম ‘কুর্নিশ’। সমগ্র ভাবনায় প্রদীপ দাস। সমাজের শ্রমিক বন্ধুদের অসাধারণ দৃশ্য মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বাজেট ১২ লাখ টাকা। মণ্ডপটি কাল্পনিক বাজারের আদলে তৈরি হয়েছে। তাঁদের অসংঘটিত শ্রমিকদের শিল্প ভাবনায় থাকছে চুলকাটার সেলুন, লোহাপট্টি, সোনাপট্টি সেখানে সোনার অলংকার তৈরি করছে কারিগররা। হোটেল কোনওটা বাদ যায়নি এসটি বুথ মণ্ডপের ছাদটি টিন দিয়ে বানানো হয়েছে। পুজো কমিটির সম্পাদক অর্ণব ভট্টাচার্য বলেন, প্রতিবছরই প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে। এবার তার ব্যতিক্রম হবে না। কমিটির প্রেসিডেন্ট জয়দীপ শেঠ (লালটু) বলেন, দশমীর শোভাযাত্রায় আলোকসজ্জায় থিমে চমক থাকছে ‘শিশুদের উদ্যান’ সেখানে লাইটের মাধ্যমে দোলনা, ডলফিন, স্লিপার, দশনার্থীরা আলোকমালায় উপভোগ করবেন। কমিটির সদস্য অমলিন শেঠ বলেন, আমাদের থিম ও মায়ের রূপ সকলকে মুগ্ধ করবে। সে কারণে সেরা পুজোর মতো পুজো করার প্রয়াসে নিয়েছি। এই পুজো কমিটির পাড়ায় রয়েছেন পরিবেশ ও দূষণ বিষয়ক প্রাক্তন ল’ অফিসার বিশ্বজিৎ মুখার্জী। তিনি বহুদিন ধরে ভুখা শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করেছেন। অন্যদিকে এক টুকরো অসংঘটিত শ্রমিকদের কার্যকলাপের চিত্র মণ্ডপে ফুটিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, মানুষকে এই বিষয়ে সচেতন বার্তা দেওয়া হচ্ছে।

আরামবাগের খানাকুলে গাঙ্গুলি বাড়ির ৩০০ বছরের জগদ্ধাত্রী পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি: আরামবাগের খানাকুল কিশোরপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েত এলাকায় গুজরাট গ্রামে গাঙ্গুলি বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো প্রায় ৩০০ বছর পুরনো পুজো বলে এলাকায় অতি পরিচিত। এখানে পাঁচ পুরুষের আগে জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু হয়। এই পুজো শুরু করেন তৎকালীন ব্রিটিশ আমলের বাড়ির মেয়ে ত্রিপুরা সুন্দরীদেবী। বর্তমানে সেই পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন পরিবারের বংশধর অসিত গাঙ্গুলি বলেন, এখানে একদিনই নবমীতে পুজো হয়। ওই দিন তিনবার অর্থাৎ সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় পুজো ও আরতি হয়। বাড়ির ঠাকুর দালানে একচালচিত্র জগদ্ধাত্রী প্রতিমা তৈরি হয়। তাঁর দুধারে জয়া ও বিজয়া সখী থাকে।

প্রতিমা প্রাচীন ধাঁচে তৈরি টানা টানা চোখ। প্রতিবারই লক্ষ্মীপুজোর পর থেকে মূর্তি তৈরির কাজ শুরু হয়ে যায়। এই খানাকুল গ্রামে এই পুজো স্বমহিমায় টিকে আছে নিজের ঐতিহ্য নিয়ে। এখানে পারিবারিক প্রথা মেনে আজও প্রতিমা নির্মাণের কুমোর থেকে পুরোহিতরা বংশপরম্পরায় চলে আসছে। পুজোর সংকল্প হয় পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ দিলীপ গাঙ্গুলির নাম অনুযায়ী প্রতিমার উচ্চতা ৫ ফুটের হয়। তবে কাজের সূত্রে পরিবারের কয়েকটা দিন একসঙ্গে মিলিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকেন।

এরকমই তাঁদের বংশধর অশোক গাঙ্গুলি চন্দননগরে থাকেন। কিন্তু সমস্ত ব্যস্ততার মাঝেও চন্দননগরের বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী পুজো ছেড়ে আরামবাগের খানাকুলে আদিবাড়ি ফেরার চেষ্টা করেন। অশোক গাঙ্গুলি বলেন, প্রাচীন রীতি মেনে এখনও তান্ত্রিক মতে আমাদের বাড়ির পুজো হয়। পুজোর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, একমন দশ সের আতপ চালের নৈবেদ্য দেওয়া হয়। নবমীতে ছাগ বলি হয়। পুজোর সময়ে গ্রামের মানুষকে ভোগ খাওয়ানোর কাজ চলে। এখানে মাকে পরানো হয় সোনার হরেকরকম অলংকার। সেই তালিকায় রয়েছে মুকুট, টিকলি, সীতাহার, চুড়ি, সোনার চিক ইত্যাদি। পুজোর সময় বহুদূর থেকে গ্রামের মানুষরা আসেন এই পুজো দেখতে। দশমীতে প্রতিমা শোভাযাত্রা সহ দ্বারকেশ্বর নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

মূলস্রোতের মোহনায় মোহন–ইস্ট ট্র্যাপিজ

অরিঞ্জয় মিত্র

২০১৯ শেষ হওয়ার মুখে। ভারতীয় ফুটবলে এর মধ্যে কিছু উত্থান–পতন লক্ষিত হলেও মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের অবস্থা তথৈবচ। বরং অনেকটাই ডিমোশন ঘটেছে বলাটাই মনে হয় শ্রেয়। বিশেষ করে এই বছর এখনও পর্যন্ত যে ৩ টি প্রতিযোগিতায় কলকাতার দুই প্রধান অংশ নিয়েছে তাতেই ডাহা ফেল মেরেছে তারা। এরজন্য দুই প্রধানের আধা পেশাদার মানসিকতাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে সবাই। দোষারোপ করা হচ্ছে দুই দলের দুই স্প্যানিশ কোচ আলসান্দ্রো ও কিবু ভিকানাকে। ভারতীয় ফুটবল তার অপেশাদার কাঠামো ভেঙে বেশ কয়েক বছর আগেই প্রবেশ করে পেশাদারীর জগতে। তাও হার্ডকোর পেশাদার যে কলকাতার ফুটবল হয়ে উঠতে পারেনি তার প্রমাণ মিলছে বারংবার। সাম্প্রতিক অতীতের সুপার কাপে যেভাবে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলকে চুরমার করে জিতে নিয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি, তা আরও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে পেশাদার–অপেশাদারের তফাৎ। বাংলাদেশের মাটিতেও এবার মোহনবাগানের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতাই হল। সেমিফাইনালে হারতে হল মালেশিয়ার দলের কাছে। দুবার পিছিয়ে থেকেও সমতা ফেরায় বাগান। তাও শেষরক্ষা হয় নি। শেষ মুহূর্তে ডিফেন্সের বালখিল্যতায় ২–৪ হেরে শেষ করতে হল সবুজ–মেরুন ব্রিগেডকে। এর কিছুদিন আগে কলকাতা লিগ ও ডুরান্ড কাপেও সেই এক ব্যর্থতার স্বাদ পেয়েছে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। অন্যদিকে আইএসএল খেলা দলগুলির আত্মবিশ্বাস যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। মাত্র কয়েকবছর আগে যাত্রা শুরু করে কোথায় পৌঁছে গিয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি। তার আগে অবশ্য আই লিগের কুঁড়েঘর ছেড়ে আইএসএলের অট্টালিকায় স্থায়ী বসবাস শুরু করে দিয়েছে সুনীল ছেত্রী, মিকাদের বেঙ্গালুরু। এমনকি সাফল্যের কারণ হিসাবেও বেঙ্গালুরুর ফুটবলাররা একটাই কথা বলছেন টিম ম্যানেজমেন্ট তাদের কোনও কিছুর অভাব রাখেনি। সব কিছু উজাড় করে দিয়েছে প্লেয়ারদের জন্য। এই বেঙ্গালুরু আই লিগ ৩ বার জিতলেও অচিরেও সেই মায়া ত্যাগ করে দেশের ফুটবলের মূল স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

অথচ সেখানে কলকাতার দুই বড় প্রধান আই লিগের বদ্ধ ঘর থেকে বেরোতে তো পারল নাই, তার ওপর এখনও মান্ধাতার আমলে ক্লাব চালানোর অভিযোগ উঠছে এই দুদলের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। এমনকি বিদেশি আনার নামে কাটমানি খাওয়ার অভিযোগেও কলুষিত হচ্ছে কলকাতার ক্লাবগুলি। মূলত ২–৩ জন কর্তা নিজেদের করায়ত্ত করে রাখার জন্যই মোহন–ইস্ট ভারতীয় ফুটবলের মূল স্রোতে মিশতে পারল না বলে অভিযোগ উঠছে বারংবার। 'কালকের যোগী' বেঙ্গালুরু এফসি তাই মাত্র কবছরের মধ্যেই দেশের ফুটবলের অন্যতম সেরা শক্তি হয়ে উঠেছে। আইজল, মিনার্ভা পাঞ্জাব, লাজং প্রভৃতি দলগুলিও আগামীতে বেঙ্গালুরুর পথ অনুসরণ করবে বলে মনে করছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। সেক্ষেত্রে মোহনবাগান–ইস্টবেঙ্গল হাজারো সুযোগ–সুবিধা থাকা সত্ত্বেও দেশের ফুটবলের মূল ধারা থেকে ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকবে। মোহন–ইস্ট কর্তাদের যে সদিচ্ছা নেই তার প্রমাণ হাতে গরমে মিলতে শুরু করেছে সম্প্রতি। আলসান্দ্রোর মতো স্প্যানিশ কোচকে নিয়ে বিতৃষ্ণা জাগতে আরম্ভ করেছে। তাঁর ওপর ইট বৃষ্টির পিছনে কতিপয় ইস্ট কর্তার হাত আছে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে কোয়েস্টের মতো পেশাদার সংস্থার লগ্নি নিয়ে লাল–হলুদের এক প্রভাবশালী অংশ অখুশি বলে শোনা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে পেশাদারি কাঠামোয় ভর করে ইস্টবেঙ্গল যখন ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিল তখনই এই বিপত্তির আমদানি ঘটেছে।

এমনিতেই বিগত বেশ কিছু বছর জাতীয় ফুটবলে সেভাবে দাগ কাটতে পারছে না কলকাতার দলগুলি। মোহনাবাগান তাও এক যুগ পরে আইলিগ ঘরে তুললেও ইস্টবেঙ্গল সেদিক থেকেও অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। তাও দেখা যাচ্ছে আইএসএলে নিজেদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনাই নেই লাল–হলুদ বা সবুজ মেরুনের। আশঙ্কা এটাই যে এমন দিন হয়তো সামনে এসে হাজির হবে যেদিন আইলিগটাই কার্যত ভ্যানিশ হয়ে যাবে দেশের ফুটবল মানচিত্র থেকে। সেক্ষেত্রে সবেধন নীলমণি মোহন–ইস্ট কিভাবে টিকে থাকে সেটাই দেখার। তাদের হাল যেন আবার মহমেডান স্পোর্টিয়ের মতো না হয়। এমন ভয়ও পাচ্ছেন অনেকেই। বস্তুত তাও কলকাতার দুই প্রধানের মুখিয়াদের মধ্যে কোনও তাপ–উত্তাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। যেমন চলছে তেমন চললেই হবে গোছের মনোভাব নিয়ে এগোচ্ছেন এই ক্লাব কর্তারা।

অথচ এখনও এদেশের বুকে কী আইএসএল আর কি আইলিগ দুজায়গাতেই সমর্থকের বিচারে মোহন–ইস্টের পাল্লা অনেকটাই ভারী। এই সুবিধাটাকেই কাজে লাগাতে ব্যর্থ হচ্ছে এই দুই টিম ম্যানেজমেন্ট। ফলে ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় ফুটবলের আপটুডেট ফর্ম্যাটের সঙ্গে। তাহলে উপায়টা কী? কি করলে ফের কলকাতা আবার তার আগের জায়গাটা ফিরে পাবে। সত্যি কথা বলতে, কলকাতার তথা বাংলার ফুটবলের এই পশ্চাদপসরণ তো নতুন কোনও ঘটনা নয়। গত এক যুগের বেশি সময় ধরে কলকাতা ক্রমশই পিছিয়েছে বাকিদের নিরিখে। প্রথমদিকে গোয়ার ক্লাবগুলির দাপটে মোহন–ইস্টের অবস্থা হয়েছিল বেহাল। তারপর গোয়া যেই সেই গরিমা হারাতে শুরু করল এক এক করে সে জায়গাটা ছিনিয়ে নিল বেঙ্গালুরু, আইজল, লাজং কিংবা আজকের মিনার্ভা পাঞ্জাব। অথচ কলকাতার ফুটবল সেই অন্ধ গলির মধ্যে ঘুরপাক করেই দিন কাবার করে যাচ্ছে।

কলকাতার ফুটবল কিংবা এখানকার ফুটবলাররা যে পেশাদার হয়ে ওঠেন নি তা কিন্তু নয়। বরং চাকরিজীবী খেলোয়াড়দের সঙ্গে সঙ্গে যখন শুধু ফুটবলকে জীবিকা বেছে নেওয়া খেলোয়াড়রা উঠে আসছিলেন তখন গড়পরতা বাঙালি সমাজ কেমন যেন ভুরু কুঁচকেছিল। তাঁদের বক্তব্য ছিল, ফুটবল খেলে কি আর সংসার যাপন করা যাবে? এতটা ঝুঁকি নেওয়া মোটেই ঠিক নয়। আসলে তখনও বাঙালি ফুটবলারদের অধিকাংশ কেন্দ্রীয়, রাজ্য অথবা বড় কোনও সংস্থার চাকরিটাকেই প্রাধান্য দিতেন বেশি। এই জমানাটাই পালটে গেল নব্বইয়ের দশক থেকে। বস্তুত, বিদেশি ও অন্য রাজ্যের ফুলটাইমারদের সঙ্গে ঘর করতে করতে স্থানীয় ফুটবলারদের মানসিকতাই এরপর বদলাতে আরম্ভ করল। তারাও চাকরির নিরাপত্তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পুরোদস্তুর পেশাদার হওয়া শুরু করলেন। সেটা ছিল একটা ধাপ। আর এখন আইএসএলের জমানায় ফের অন্যদিকে মোড় নিয়েছে পেশাদারিত্বের এই তকমা। এই জায়গাতেই কেমন যেন আধখেঁচড়া হয়ে পড়ে রয়েছে বাংলার ফুটবল। এখন থেকেই পদক্ষেপ না নিলে আগামীতে কলকাতার ফুটবল ইতিহাস হয়ে উঠতেও সময় নেবে না।

যদিও আশার কথা একটাই দেশের সর্বোচ্চ ফুটবল কর্তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামীতে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলকে আইএসএলে সামিল হতেই হবে। সেই সময়টা হয়তো আগামী ৩–৪ বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে। সেক্ষেত্রে আই লিগটাই হয়তো থাকবে না। কিংবা আইএসএল মূল ধারা হয়ে উঠলে সেখান থেকে অবনমিত দলগুলির ঠাঁই হবে আই লিগে। অন্যদিকে আই লিগ যারা জিতবে তাঁদের সুযোগ হবে সরাসরি আইএসএল খেলার। ইস্ট–মোহনের সঙ্গে আরও এক শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব মহমেডান স্পোর্টিং এই প্রক্রিয়ায় জুড়ে গেলে নিশ্চিতভাবে ষোলোকনা পূর্ণ হবে। বিশেষ করে সাদা–কালো দলটির অতীত গরিমার কথা মাথায় রেখে এই উদ্যোগ নেওয়া যেতেই পারে। তাছাড়া দেশের যে কোনও প্রান্তে খেলা হলে এখনও মহমেডান যে ধরনের সমর্থন পায় তা অন্য দলগুলির কাছে ঈর্ষার কারণ তো বটেই। সেজন্য বাণিজ্যিক কারণেও আইএফএফ উপলব্ধি করেছে যে সত্বর কলকাতার সেরা দলগুলিকে আইএসএলে শামিল করতে হবে।

শেষ হল বঙ্কিম মাঝি ও অজিত মাঝি ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী: দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১ নম্বর মাঝিপাড়া তরুণ সঙ্ঘের মাঠে শেষ হল দুইদিনের বঙ্কিম মাঝি ও অজিত মাঝি স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট। সোমবার সকালে ১৫ তম বর্ষের ১৬ দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের ফুটবল খেলার সূচনা করেন প্রাক্তন ফুটবলার বৈদ্যনাথ মাঝি। অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চুনাখালী বিবেকানন্দ ফুটবল অকাদেমির সম্পাদক তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশিস বৈরাগী, কালিপদ সরদার, সমাজসেবী শুভঙ্কর সরদার, শিক্ষক সন্তোষ হালদার, সঞ্জয় মণ্ডল, সহ প্রহ্লাদ সিং, জগন্নাথ রায় এবং সমাজসেবী অধীর মাঝি ও মফিজদ্দি সরদার সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

মঙ্গলবার এই প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্টের আগেই মাঠের মধ্যে সকল খেলোয়াড় এবং বিশিষ্টজনদেরকে ভাইফোঁটা দিয়ে ভ্রাতৃদ্বিতীয় পালন করেন দুই বোন সবিতা মাঝি ও তনুশ্রী মাঝি। ফুটবল মাঠে এমন ভাইফোঁটা যা প্রত্যন্ত সুন্দরবন সহ জেলায় অনন্য নজির। এদিন সন্ধ্যায় বঙ্কিম মাঝি ও অজিত মাঝি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় নফরগঞ্জ জনকল্যাণ সঙ্ঘ ও ১০ নম্বর নেতাজি সঙ্ঘের মধ্যে। নির্ধারিত সময়ে খেলার ফলাফল না হওয়ায় টসে জয়লাভ করেন নফরগঞ্জ জনকল্যাণ সঙ্ঘ। দুইদিনের টুর্নামেন্ট সর্বোচ্চ ৬ টি গোল করে টুর্নামেন্টের সেরা হন ১০ নম্বর নেতাজি সঙ্ঘের দীপক নেয়ে। টুর্নামেন্টে শেষে এদিন সন্ধ্যায় জয়ী ও রানার্স ফুটবল টিমের হাতে সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দেন চুনাখালী বিবেকানন্দ ফুটবল আকাদেমির সম্পাদক দেবাশিস বৈরাগী।

ফুটবল টুর্নামেন্টের শেষে আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে প্রশান্ত মাঝি, সোমনাথ মাঝি, সুদীপ মাঝি ও ডাঃ বাসুদেব মাঝি'রা এলাকার ২২৫ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই, খাতা, কলম, স্কুলব্যাগ সহ শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেন। এদিন এমন ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলা দেখার জন্য মহিলাদের সংখ্যা ছিল নজরকাড়া।

হগলি জেলা বয়স ভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ চন্দননগর সুইম সেন্টার আয়োজিত দ্বিতীয় বর্ষ হুগলি জেলা বয়স ভিত্তিক সাঁতার। এরই পাশাপাশি ২৭তম ক্লাবের বাৎসরিক সাঁতার প্রতিযোগিতা গান্ধি জয়ন্তীর দিন তাদের নিজস্ব সুইমিং পুলে অনুষ্ঠিত হল। এতে জেলার ১৪টি ক্লাব থেকে ১২৮ জন সাঁতারু প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ফ্রিস্টাইল, ব্যাকস্টোক ও ইনডিভিজুয়াল মেডলে বিভাগ থাকে। অন্যদিকে চন্দননগর সুইমিং সেন্টার ক্লাবের ১১২ জন সাঁতারু অংশ নেয়। এখানে ৪ থেকে ১৪ বছর বয়স ভিত্তিক জেলা ও ক্লাবের বিধি নির্দেশ থাকে।

অনুষ্ঠান শুরুতে বর্ণাঢ্য বিরাট শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণ করে। ক্লাব সম্পাদক কাজল সরকার বলেন, আগামী দিনে এই ক্লাবের গ্রাসরুট থেকেই বাংলার উঠতি নতুন সাঁতারু উঠে আসবে। তাই সেই প্রচেষ্টা

চলছে। প্রতিযোগিতায় চন্দননগর অ্যাকোয়াটিক সেন্টার ৩১ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব অর্জন করে। ২৪ পয়েন্টে রানার্স শ্রীরামপুর সন্তরণ ক্লাব। এদিন ১১ বছর মেয়েদের গ্রুপে (৩) প্রথম মেহুলি ঘোষ, দ্বিতীয় ঋষিতা পাল, তৃতীয় নেহা কৈরি। ১২ থেকে ১৩ বছর ছেলেদের গ্রুপে প্রথম কৌশিক দাস, দ্বিতীয় শুভদীপ বিশ্বাস, তৃতীয় শাশ্বত রায়। মেয়েদের গ্রুপ ডি ১২ থেকে ১৩ বছরের কুশাঙ্গী সরকার, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রাবণী পাল, রূপসা দাস। উপস্থিত ছিলেন চন্দননগরের প্রাক্তন মেয়র রাম চক্রবর্তী, শৈবাল মোদক। পর্বত আরোহী দেবব্রত মুখার্জি, ক্লাব সদস্যা মাধুরী মোদক, প্রাক্তন জাতীয় সাতারু সন্দীপ বসাক।

সাঁতারে বাংলার গরিমা কিন্তু আজকের নয়।কিন্তু কালের গহ্বরে তাও প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। অথচ বাংলার সাঁতারুরা শুধু দেশের গণ্ডি নয়, বিদেশেও ভারতের নাম উজ্জ্বল করে তুলেছে। মিহির সেন, বুলা চৌধুরীদের ইংলিশ চ্যানেল পারাপার তো আজও স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে স্মৃতির ক্যানভাসে। এই জায়গা থেকেই সাঁতারের পরিকাঠামো উন্নত করা ও নবীন প্রতিভাদের স্পট আউট করা বিশেষ প্রয়োজন। চন্দননগর ও হুগলি জেলাও যারপরনাই চেষ্টা করছে এই প্রক্রিয়ায় শামিল হতে। যা নিশ্চিতভাবে গৌরবান্বিত করবে রাজ্য তথা দেশের সাঁতার জগতকে।

মহামায়া মৃৎ শিল্পালয়

প্রো : উত্তম জানা ও কুন্তল জানা
চড়া ডোঙাড়িয়া, নোদাখালী, নতুন রাস্তা
নোদাখালী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ফোন : ৯৮৩০৫১৮৬৩৪

* মাটির অভিনব দূর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী প্রতিমা তৈরি করে অনন্য নজির তৈরি করেছে মহামায়া মৃৎ শিল্পালয় *

বিঃ দ্রঃ : মাটির, সিমেন্টের এবং মার্বেলের প্রতিমা ও মূর্তি অর্ডার অনুযায়ী তৈরি করা হয়।

শারদীয়া–দীপাবলী–জগদ্ধাত্রী–ছটপূজা এবং বিজয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সৌজন্যে :
ডাঃ মশিহুর রহমান
কর্ণধার : মেডিকেয়ার নার্সিং হোম
ডোঙাড়িয়া চৌরাস্তা, নোদাখালী
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বিশিষ্ট সমাজসেবী ও বজবজ পুরসভার পৌরপিতা আমিনুল সাঁফুই (কোচিন) এর অকাল প্রয়াণে আমি শোকস্তব্ধ
ওনার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাই
সৌজন্যে :
হেমন্তকুমার (হিমুদা)
বিশিষ্ট সমাজসেবী
নোদাখালী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
ফোন : ৬২৯০৯৯২২০২

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com